ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-120 ■ 6 February, 2025 ■ আগরতলা ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৩ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহাকুম্ভে পূজার্চনা

ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রয়াগরাজ, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে আস্থার ডুব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে যখন ভোট চলছে, সেই সময় ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের আগে পুজোও করেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর ত্রিবেণীতে ভক্তিভরে ডুব দিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নানের আগে প্রধানমন্ত্রী মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। কোথায়, কী ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুণ্যার্থীদের জন্য কেমন তৎপর প্রশাসন, সবকিছু প্রধানমন্ত্রী খতিয়ে দেখেন। এরপরই মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রী পুণ্যস্নান সারেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপির পাল্লা ভারি

দিল্লিতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৭.৮৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এএপি তৃতীয়বারের মতো টানা ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে, যেখানে বিজেপি ২৭ বছর পর প্রত্যাবর্তনের আশায় রয়েছে। বুধবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা গত নির্বাচনের তুলনায় কম। এদিকে, বুথ ফেরত সমীক্ষায় দুই দশকেরও বেশি সময় পর জাতীয় রাজধানীর মসনদে বিজেপির বসার সম্ভাবনা প্রবল বলে দাবি করা হচ্ছে।

জাতীয় রাজধানীতে ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৬২.৫৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫৮.৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। বুধবার দিল্লির উত্তর-পূর্ব জেলা ৬৩.৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ছিল সর্বাধিক। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে ৫৩.৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা সর্বনিম্ন।

জেলা ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বিকেল ৫টায় সেন্ট্রাল দিল্লিতে ৫৫.২৪ শতাংশ, পূর্ব দিল্লিতে ৫৮.৯৮ শতাংশ, নিউ দিল্লিতে ৫৪.৩৭ শতাংশ, উত্তর দিল্লিতে ৫৭.২৪ শতাংশ, উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে ৫৮.০৫ শতাংশ, শাহদারাতে ৬১.৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ দিল্লিতে ৫৫.৭২ শতাংশ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে ৫৮.৮৬ শতাংশ এবং পশ্চিম দিল্লিতে ৫৭.৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির মধ্যে, উত্তর-পূর্ব দিল্লির মুস্তাফাবাদে সর্বাধিক ৬৬.৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে, সিলমপুরে ৬৬.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে। করোল বাগে সর্বনিম্ন ৪৭.৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

রাজধানীর মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১.৫৬ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ২.০৮ লাখ প্রথমবারের মতো ভোটার।

মোট ৬৯৯ জন প্রার্থী নির্বাচন করছেন এবং ফলাফল ঘোষণা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। রাজধানীর ৭০টি কেন্দ্র জুড়ে মোট ১৩,৭৬৬টি স্টেশনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এএপি ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টি জিতেছে, বাকি আটটি আসন পেয়েছে বিজেপি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, ভারতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশি, এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস জয়শংকর এবং হারদীপ সিং পুরী ছিলেন প্রথম দিকের ভোটারদের মধ্যে।

৭০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ৫৭.৮৯ ভোটগ্রহণ রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে, বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস ইঙ্গিত দিয়েছে ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতাসীন আপ-কে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তাতে, ২৭ বছর পর বিজেপি দল জাতীয় রাজধানীতে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ জাতীয় রাজধানীর ১৩,৭৬৬টি ভোটকেন্দ্রে এক ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আপ, কংগ্রেস এবং বিজেপি তীব্র ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

শহরে প্রায় ১.৫৬ কোটি নাগরিক ভোটদানের যোগ্য, যার মধ্যে ৮৩.৭৬ লক্ষ পুরুষ, ৭২.৩৬ লক্ষ মহিলা এবং ১,২৬৭ জন তৃতীয় লিঙ্গের। সুষ্ঠু ও মসৃণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে দিল্লি জুড়ে ৩০,০০০ এরও বেশি পুলিশ কর্মী এবং ২২০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ধর্মনগরে বিএমএস'র গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা চরমে, নিয়ন্ত্রনে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি।। বিএমএস-এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব অবশেষে রূপ নিল সরাসরি সংঘর্ষে। এতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা ধর্মনগর। ঘটনার ফলে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক, আর পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে শান্তি বজায় রাখতে, তবুও উত্তেজনা কমার লক্ষণ নেই।

কয়েক মাস আগে বিএমএস (ভারতীয় মজদুর সংঘ) বিভক্ত হয়ে যায় দুটি গোষ্ঠীতে। একদিকে ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিপ্লব দাস, অন্যদিকে নেতৃত্বে উঠে আসেন অনুপ পাল। নেতৃত্বের এই দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে রূপ নেয় শত্রুতায়। অভিযোগ, বিপ্লব দাস এবং তার অনুগামীরা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে প্রতিপক্ষের কর্মীদের ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া শুরু করেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছিল, যা সংগঠনের মধ্যকার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছিল।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজ রাস্তায় নামে অনুপ পালপন্থী কর্মীরা। তারা শ্রমিক শোষণ বন্ধ, শহরে গুন্ডারাজের অবসান, নিরীহ ব্যবসায়ীদের উপর হামলা রোধ এবং সাধারণ শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন সারা ভারত প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংঘের সভাপতি অসীম দত্ত ও ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক বীরেশ দেবনাথ।

বিক্ষোভকারীরা ধর্মনগর মহকুমা অফিসের সামনে ধরনা কর্মসূচি পালন করেন। পরে অনুপ পাল, বীরেশ দেবনাথ ও অসীম দত্তের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা স্পষ্ট জানান, যতদিন বিপ্লব দাস ও তার অনুগামীদের অত্যাচার বন্ধ না হবে, ততদিন ধর্মনগরে কোনো ধরনের ট্রাক চলাচল করতে দেওয়া হবে না। মহকুমা শাসক দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মহকুমা অফিসে ধরনা কর্মসূচি শেষ করে বীরেশ দেবনাথ যখন তার বঠরশি এলাকার বাড়িতে ফেরেন, তখনই বিপ্লব দাস ও তার অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। বিক্ষোভকারীদের প্রচার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, মারধরের ঘটনাও ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেলা পুলিশ সুপার এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়।

এদিকে, শুধু বঠরশি এলাকাতেই নয়, ধর্মনগরের বিভিন্ন অংশে বিপ্লব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসিনার অডিও বার্তার সময়ে ধানমন্ডির শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সমাজমাধ্যমের পাতায় যখন হাসিনার অডিও বার্তা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে, তখন ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে তাণ্ডব চালাচ্ছেন হাসিনা-বিরোধীরা। শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে। ওই ভবনের উপরের তলায় অগ্নিসংযোগও করা হয়েছে। হাসিনার অভিযোগ, বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। তবে এই অভিপ্রায় সফল হবে না বলেও জানান তিনি। হাসিনার মতে, যাঁরা এ সব করার চেষ্টা করছেন তাঁরা নিজেদের 'দুর্বলতা' এবং 'হীনম্মন্যতা' প্রকাশ করেছেন। আওয়ামী লীগের নেত্রীর দাবি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এর বিচার করবেন। তিনি বলেন, "আমরা দুই বোন যে স্মৃতিটুকু নিয়ে বেঁচেছিলাম, আজ সেই স্মৃতিটুকুও ভেঙে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার যুগ পরিবর্তনের দিন

মূল স্রোতে ফিরে এসেছে বৈরীরা অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ত্রিপুরায় সমস্ত সশস্ত্র বৈরী দল আত্মসমর্পণ করেছে এবং মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। আজ ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপূর্বাঞ্চল দ্রুত গতিতে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ ২৮০৬ জন মনোনীত প্রার্থীদের চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বিকশিত ত্রিপুরা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরির নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

রাজ্যে কমছে বেকারত্বের হার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে মেধা ও যোগ্যতাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। যোগ্য মেধাবীরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর রয়েছে সরকারের। চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জেআরবিটি কর্তৃক মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও বিভিন্ন পদে অফার বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্মনগরে এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু কারণ এখনো জানা যায় নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর কারণ জানা যাবে বলে জানান চিকিৎসক। প্রাথমিক ধারণা, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, আজ সাত সকালে কর্তব্যরত অবস্থায় এক পুলিশ কর্মীর দেহ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সহকর্মীরা। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শুরু হল ভিসা পরিষেবা বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘ দুই মাস দুই দিন পর অবশেষে ত্রিপুরায় পুনরায় চালু হলো ভিসা পরিষেবা। আজ সকাল থেকেই ভিসা পাওয়ার আশায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের সামনে ভিড় জমিয়েছেন বহু লোক।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতন এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডঃ ইউনুসের সময়ে হিন্দুদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। তখন সনাতন প্রচারক চিন্ময় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার করা হলে, এর প্রতিবাদে এবং হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আগরতলায় একাধিক মিছিল ও বিক্ষোভ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি পূরণ না হলে জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করব না ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রাসাদের পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য মূল আদর্শগত দাবিগুলি পূরণ করা না হলে জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করব না। আজ সামাজিক মাধ্যমে এভাবেই সুর চড়িয়ে হুশিয়ারী দিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দের্ববমণ।

শ্রী দেববর্মণ বলেন, তিপরা মথার কর্মীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত আমরা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি জনগণকে সাহায্য করার জন্য। আজ দলের কর্মীরা যে ক্ষমতা ভোগ করছেন তা জনগণের আশীর্বাদ। যে জনগন আমাদের ভোট দিয়েছেন, ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কর্মীরা যদি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে না আসেন তাহলে কোন লাভ নেই।

তাঁর বার্তা, তিপ্রাসা চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অসীম সময়ের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। দল কোনো অবৈধ দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তুলে ধরেনি। আমরা আমাদের সংস্কৃতি, ভূমি ও পরিচয়ের নিরাপত্তা চেয়েছি। আমরা শিক্ষার অধিকার চাই, যেমন মেঘালয়ে রয়েছে, বলেন তিনি।

এদিন শ্রী দেববর্মন, তার কর্মীদের সঠিক সময়ে উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আমাদের সবার সঠিক সময়ে উচিত সিদ্ধান্তের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আমরা ওই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করব।

প্রতিবেশী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়ে তার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কাছাকাছি আসছে। তাহলে কি জঙ্গিবাদ ফিরে আসবে, প্রশ্ন তুলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, আজ যখন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অধিকার চাইছি, তখন আমাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আজ কেউ বোমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে হওয়া কাজ দেখলেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। সাব্রুমে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে গেলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বুধবার সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ সাব্রুমের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী সাব্রুম সবজি বাজার এবং দৌলবাড়ীর গাঁও পঞ্চায়েতের গাং ফিরার বুদ্ধ বিহার সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন করেন। সাব্রুমের বিভিন্ন অঞ্চলে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলির বাস্তবায়ন পরিদর্শন করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সাথে ছিলেন সাব্রুমের পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বধূ হত্যা ঃ স্বামী, শ্বাশুড়ির সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি।। এক গৃহবধূকে হত্যা করার দায়ে বুধবার স্বামী ও শ্বাশুড়ীকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন কমলপুর অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি সম্য বিকাশ দাস। গৃহবধূকে হত্যা করার দায়ে স্বামী ও শাশুড়িকে সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করেছে কমলপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত।

কমলপুর অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট ইন্দু ভূষন দেব জানান, বিগত ২০০৯ সালে কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার মেন্দি গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল দেববর্মার ছেলে জিতেন্দ্র দেববর্মা সাথে সামাজিক ভাবে সালেমা থানার পূর্ব ডলুছড়া গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার দেববর্মা মেয়ে ঝুমিলি দেববর্মার বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকে পনের দাবিতে ৩ বছর যাবত ঝুমিলির স্বামী জিতেন্দ্র দেববর্মা,শ্বশুর মঙ্গল দেববর্মা ও শ্বাশুড়ী সুখমতি দেববর্মা মানসিক ও শারীরিক ভাবে অত্যাচার করতো। এরপর গত ২৫/০৯/২০১২ ইং তারিখ সকাল ৯টায় স্বামী জিতেন্দ্র দেববর্মা, শ্বশুর মঙ্গল দেববর্মা, ও শ্বাশুড়ী সুখমতি দেববর্মা মিলে বলপূর্বক ঝুমিলির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে রাজ্যের রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। জিবি হাসপাতালে যাওয়ার পর ঝুমিলি দেববর্মা মারা যায়। ঝুমিলির পিতা সুকুমার দেববর্মা সালেমা থানায় স্বামী জিতেন্দ্র দেববর্মা, শ্বশুর মঙ্গল দেববর্মা, ও শ্বাশুড়ী সুখমতি দেববর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

জাগরণ আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
২৩ মাঘ,বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ভোট প্রচারে শিশু নয়

ভোটের প্রচারে কোনওভাবেই শিশুদের ব্যবহার করিতে পারিবে না রাজনৈতিক দলগুলি। রাজনৈতিক দলের পোস্টার সাঁটানো, প্রচারপত্র বিলি থেকে শুরু করিয়া স্লোগান দেওয়া, কোনও ক্ষেত্রেই শিশুদের ব্যবহার করা চলিবে না। এমনকী, ভোটপ্রচার চলাকালীন রাজনৈতিক নেতারা কোনও শিশুকে কোলে বা হাতে নিয়া ঘুরিতে পারিবেন না। ভোটপ্রচারের র‍্যালি বা গাড়িতে কোনও শিশুকে রাখা চলিবে না।শুধু প্রচারসভা বা র‍্যালি নয়, ভোট সংক্রান্ত কবিতা, গান, স্লোগান বা বক্তৃতায় শিশুদের উল্লেখ রাখা যাইবে না। কোনও ছবি বা ভিডিওতেও রাজনৈতিক দলের পতাকাবাহক হিসেবে কোনও শিশুকে রাখা চলিবে না। তবে কোনও প্রচারসভা, পদযাত্রার কাছাকাছি কোনও শিশু বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকিলে, এই নিয়ম কার্য্যকর হইবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্য সেই বাবা-মা যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক প্রচারের অংশ না হয়। সবমিলাইয়া রাজনৈতিক যুদ্ধ তথা ভোটপ্রচার থেকে শিশুদের দূরে রাখিতে এবার কড়া ব্যবস্থা নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোট এলেই সাধারণ পরিষেবা শুধু নয়, অত্যাবশ্যক পরিষেবাতেও ব্যাঘাত ঘটে। নির্বাচনে আমজনতা শাসক ঠিক করে। সেই নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করিবার দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন সংস্থা নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন ঘোষণা হইলে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র কমিশনের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। এই পর্যন্ত কম-বেশি সকলের জানা। এবার কী কী বিধিনিষেধের কবলে পড়িবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র! এবং নাগরিকের কী কী পরিষেবাই বা হইবে ব্যাহত?

প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটের দাবি ১৯৪৬ সালে দেশভাগের আগে কংগ্রেস করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন খারিজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার চার বছরের মাথায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের সূচনা হয়। তখনও নাগরিকত্ব প্রমাণের একগাদা নথি ছিল না। নির্বাচকের তালিকায় নাম থাকিলেই হইত। বড় সীমাবদ্ধতা পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকায় নাম থাকা। বাসস্থান-নির্ভর সেই তালিকায় একমাত্র নিজের নির্দিষ্ট বুথেই ভোটদান সম্ভব। এই পরিযায়ী যুগে যাহা ভোটারদের জীবিকা-নির্বাহের ক্ষেত্রে এক বড় সংকট। নির্বাচন এলে প্রচার, ডিজিটাল মাধ্যম-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের বাজার খুলিয়া যায়। প্রচারের জন্য খরচ নির্দিষ্ট ধার্য্য হইলেও সব আইনের মতো এই আইনেরও হাজারো ফাক আছে। যাহার জন্য টাকার বিনিয়োগও বাড়িয়া যায়। অধিক খরচের অপরাধে জেতা আসন খোয়া গিয়াছে এমন বদনাম অবধি শোনা যায়নি। এছাড়া দেশের কিছু অংশে শুধু ভোট হয় না। ভোট করানো হয়। সেই ভোট করাইতে বৈচিত্রের অভাব নাই। তাহার জন্য গুচ্ছের কোম্পানি আছে। তাহারা খরচ করিলেই প্রার্থীর হইয়া প্রচারের ঝড় তুলিয়া দেবে। সেখানে নাগরিকের মতামত ঘুরাইয়া দেওয়ার কাজটা চরম পেশাদারিত্বের সঙ্গে করা হয়। সেই খরচ কোন খাতে দেখানো হয়, আম-নাগরিকের অজানা। হেলিকপ্টার, শতাধিক গাড়ির সারি, বা দৈত্যাকার পর্দায় সভার প্রচার এখন মামুলি। উন্নত দেশে একসময় দেখিয়া চমকিত হইতাম। এখন নির্বাচনী প্রচারে তাহাদের সঙ্গে আমরা টক্কর দিতে পারি। বাতাসে ভাসিয়া বিনিয়োগের টাকা কোন গৌরী সেনের? এমন নির্বোধ প্রশ্ন কেউ তোলার সাহস দেখায় না। প্রচারে কিছু নাগরিক বিরক্ত, মাইকের আওয়াজে কান ফাটে, হৃৎকম্প হওয়া বিচিত্র নয়। শোনা কথা, রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নাকি পাতি জনতার নাই! তাহার থেকেও বড় প্রশ্ন কানে এল— কে দিবে প্রতিকার? এবার আমজনতাকে থানা, পঞ্চায়েত, পুরসভা, ব্লক বা হাসপাতালে যেতেই হয়। নির্বাচন কমিশন আমজনতার উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব ঠেকাইতে নতুন 'প্রকল্প' ঘোষণা করিতে নিষেধ করে। যুক্তিসংগত কারণ আছে। ফলে যেখানে রাস্তা আশু সারানো দরকার, তাহার কাজে হাত পড়িবে না। কম করে তিন-চার মাস সেই কাজ বন্ধ থাকিবে। চালু কাজেও গড়িমসির নমুনা কম নাই। সকলেই তখন দলের কাজে। ফলে শ্রমিকের সংখ্যায় টান পড়ে। নির্বাচন কমিশন

কনমেবল অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ : জয় দিয়ে শুরু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার

প্যারাগুয়ে, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের স্বাদ পেতে হলে ফাইনাল পর্বে ৫ ম্যাচের সব ম্যাচ-ই গুরুত্বপূর্ণ। একটি পয়েন্টও নষ্ট করা যাবে না। আর সেই দৌড়টা ভালোভাবেই শুরু করল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল পর্বের শুরুতে জয় তুলে নিয়েছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।

বুধবার চিলিকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মেসির উত্তরসূরীরা। অন্যদিকে উরুগুয়ের বিপক্ষে নেইমারের উত্তরসূরীরা জয় পেয়েছে ১-০ গোলে। ফলে দুটি দলের নামের পাশে যোগ হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি পয়েন্ট। ফাইনাল পর্বে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার পরবর্তী ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি। সেলেসাওদের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া আর আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে।

চেলসি থেকে এসি মিলানে ফেলিক্স

মিলান, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চেলসি থেকে ধারে মরসুমের বাকি সময়ের জন্য এসি মিলানে যোগ দিলেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স। এই ফুটবলারকে দলে নেওয়ার কথা মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ইতালিয়ান ক্লাব মিলান।

সোমবার মিলানে পা রাখেন ফেলিক্স। সোমবার মেডিকেল সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি চুক্তিতে সই করেছেন। ইতালিয়ান কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে বুধবার রোমার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মিলানের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে তার।

গোসাবায় চলন্ত নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ল তরুণী, হাসপাতালে মৃত্যু

গোসাবা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চলন্ত নাগরদোলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার কুমিরমারি এলাকায়। বুধবার ভোরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সায়ন্তনী মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকায় পাঁচ দিনের জন্য একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। চলছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও। মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণী মেলায় যান। সেখানে তিনি বিদ্যুতচালিত নাগরদোলায় ওঠেন। কিন্তু আচমকা চলন্ত ওই নাগরদোলা থেকে তিনি ছিটকে নীচে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

লেখকদের রঙ্গ-রসিকতা

শফিক হাসান

লেখকদের ঘিরে মজার ঘটনা কম সূচিত হয় না। কিছু ঘটনা লেখক নিজে ঘটান, আবার কিছুটা ঘটে তাদের পরিপার্শ্বকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে। যেভাবেই ঘটুক, মজাদার ঘটনাগুলো তেমন আলোচিত হয় না বললেই চলে। আড়ালেই থেকে যায়। এই শূন্যস্থানে আমরা বরং কিছু একটা বাতচিতের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাই করি!

হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আহমদ ছফার সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। সুযোগ পেলেই পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করতেন। একবার বইমেলায় হুমায়ুন আজাদের স্ত্রী লতিফা কোহিনূরের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন আহমদ ছফা। কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন 'এমন একজন মানুষের (হুমায়ুন আজাদ) সঙ্গে সংসার করতে পারেন যিনি, তিনি অবশ্যই সালাম পাওয়ার যোগ্য!' হুমায়ূনকে আহমেদ হেয় করে হুমায়ুন আজাদ বলতেন তিনি অপন্যাসিক। উপন্যাস রচনা করেন না, যা হয় সেটা মূলত 'অপন্যাস'!

হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনকে যৌথভাবে কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন হুমায়ুন আজাদ। বইটির নাম 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'। হুমায়ূন-মিলন দুজনেই মনে করলেন 'বাণিজ্যিক ধারা'র ঔপন্যাসিক হিসেবে তারা দুজনই 'নষ্ট', এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে উৎসর্গটিতে। ইমদাদুল হক মিলন প্রতিশোধ(!) নেওয়ার জন্য হুমায়ুন আজাদকে পাল্টা একটি বই উৎসর্গ করলেন। উপন্যাসটির নাম 'বনমানুষ'। হুমায়ুন আজাদ এই ঘটনায় বিরক্ত হলেও হুমায়ূন আহমেদ মজা পেয়েছিলেন।

২০০৮ সালের দিকে ইন্টারনেট এতটা সহজলভ্য ছিল না। তাই অনেককেই ই-মেইল করার জন্য ছুটতে হতো সাইবার ক্যাফেতে। লিটল ম্যাগাজিন 'খেয়া' সম্পাদক, কবি পুলক হাসান আজিজ সুপার মার্কেটে গিয়েছেন ই-মেইল করতে। দোকানদারের দিকে পেনড্রাইভ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা ওয়ার্ড ফাইল মেইল করে পাঠাতে হবে।' দোকানদার বললেন, 'ই-মেইল অ্যাড্রেস বলেন।' 'ই-মেইল না তো, আমার জিমেইল।' 'জিমেইল বুঝেছি, আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসটা তো বলবেন!' 'আরে বাবা কতবার বলব ই-মেইল নয়, আমার জিমেইল আছে!' শেষপর্যন্ত কালজয়ী কম্পিউটার্সের ফারুক খানের মধ্যস্থতায় জিমেইল থেকেই ই-মেইলটা করা গেল!

সম্প্রতি আরেকটা মজার ঘটনা বললেন পুলক হাসান। শীর্ষস্থানীয় একটি ওয়েব পোর্টালে নিয়মিত লেখেন তিনি। বিল জমতে জমতে পঁচিশ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। সেদিন সাক্ষাতে এ বিষয়ে বললেন, 'আগামীকাল বিলটুর কাছে যাব। টাকা আনতে।'

'কোন বিলটু?' 'ডট কম অফিসের অ্যাকাউনটেন্ট।' 'যাওয়ার আগেই নাম জানলেন কীভাবে!'

'সহজ হিসাব। নন বিল দেয় যে, সেই তো বিলটু!'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাস হাতে করে বাংলা একাডেমিতে গিয়েছেন দীপংকর গৌতম। সেখানে দেখা হলো ইংরেজি সাহিত্যের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে। তিনি অবাক হয়ে দীপংকর গৌতমকে বললেন, 'আপনাকে তো বিজ্ঞানমনস্ক ভেবেছিলাম!' ঘটনাটা অন্তত দুই যুগ আগের। কোনো এক ঈদের পরে প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম (সিঙ্গেল) কলামে প্রকাশিত হয় টুকরো সংবাদটি। প্রকৃতিবিষয়ক ও কথাসাহিত্যিক আলম শাইনের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। ঈদের আগে বাড়ি যাওয়ার সময় বাসে পকেটমার তার পকেট কাটে। পরে পকেটমার ঠিকই লেখকের বাড়ি খুঁজে বের করে মানিব্যাগটি ফেরত দিতে এসেছিল। কারণ হিসেবে জানিয়েছিল 'আমার ওস্তাদ বলেছিলেন কখনো কোনো লেখকের পকেট কাটবি না!'

বর্তমানে সমাজে লেখকদের সম্মান নেই যারা বলেন, তারা অন্তত এখান থেকে সান্ত্বনা নিতে পারেন! পকেটমার শ্রেণির একজন অন্তত লেখকদের একটু সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন! প্রতি বছর একুশে বইমেলা এলেই অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের বই বেরোয়। এমন একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন লেখক-নাট্যকার শাকুর মজিদ। একদিন গৃহকর্মী মহিলা জানালেন, 'দুইডা বই বাইর করছি!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন প্রকাশনী থেকে?' 'খাটের নিচ থিকা!' গত বছর বেড়াতে গিয়েছিলাম ঝিনাইদহের শৈলকূপায়। পরদিন ভোরে আমার হোস্ট বঙ্গ রাখাল পাবনার উদ্দেশে রওনা হলেন। ওখানে তার অফিস। তবে আমি কী করব পইপই করে সেই নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন। চড়িয়ার বিল-শেখপাড়া বাজার পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাব। এর পেছনের অংশ শান্তিডাঙ্গা গ্রামে থাকেন লোককবি আকছারুল ইসলাম। সেখানে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেব। এসব শেষ হলে যাব শৈলকূপায়। তরুণ কবি বায়েজিদ চাষাকে গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গ রাখাল বলে রেখেছেন আমাকে সময় দিতে হবে। শৈলকূপায় গেলাম। বায়েজিদ চাষা চারপাশে ঘুরিয়ে দেখালেন। একসময় টিউশনিতে যেতে হবে বলে বিদায় নিলেন। তবে একা ছাড়লেন না, তার স্থলাভিষিক্ত হলেন কমরেড সুজন বিপ্লব। আমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনে সুজন বিপ্লব রসিকতা করে বললেন, 'তাহলে রাখাল দিয়ে গেছে চাষার কাছে!' বঙ্গ রাখালের এটা বানানো নাম, বায়েজিদ চাষার অবস্থা জানি না। নিজের কথা যখন চলেই এলো, আরেকটা গল্প বলি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম ঢাকা শহর ছেয়ে গেছে 'স্বপ্নছোঁয়া' চলচ্চিত্রের পোস্টারে। পোস্টার থেকে উঁকি দিচ্ছে নায়িকা ববি, নায়ক সাইমন সাদিক, ভিলেন মিশা সওদাগর প্রমুখের বদনখানি। পরিচালকের নাম আমার নামে শফিক হাসান। একটু আশ্চর্য হলেও নিজেকে সামলে নিলাম। কমন নামের বিড়ম্বনার কারণেই তো নামে কিঞ্চিৎ সংস্কার আনলাম, তারপরও এমনটি ঘটল! তখনো বুঝতে পারিনি, নিজের বদনখানি আরও কত মলিন হবে। লেখক-প্রকাশকসহ বেশ কয়েকজন কল দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'ভাই, আপনি সিনেমা বানালেন! আর আমরা রোল পেলাম না! নায়ক না হই অন্তত ভিলেন তো হতে পারতাম!' নারীরা তো আর নায়ক হতে পারবে না, তাদের আবদার নায়িকা বানানো হয়নি কেন! সেটা করা না গেলে নায়িকার বান্ধবীর চরিত্রটাও কি দেওয়া যেত না? সুমন মজুমদারসহ কেউ কেউ ফেসবুকে চলচ্চিত্র পরিচালক শফিক হাসান বলে 'অপতথ্য' ছড়াতেও কসুর করেননি। আগামীতেও নিশ্চয়ই তারা নামসংক্রান্ত এমন যন্ত্রণা দিয়ে যাবেন! সেকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে দুজন লেখক ছিলেন। একদিন দুজনের দেখা হলে কম পরিচিত শরৎচন্দ্র বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র?' এই শরৎচন্দ্র ঘায়েল করার জন্য 'চরিত্রবান' শরৎচন্দ্রের একটি বইয়ের নাম বলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। একই নামে দু'জন লেখক থাকলে একটু খিটিমিটি লাগেই! সম্প্রতি একটি পাঠ-উন্মোচন অনুষ্ঠানের দাওয়াত কার্ড হাতে নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। উপন্যাসের নাম 'উদ্বাস্তু', লেখক আবদুল মান্নান সরকার। ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বইটি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আলোচনা করবেন সরকার আবদুল মান্নান। লেখক আর আলোচক একই ব্যক্তি নাকি! খটকা দূর করার জন্য প্রশ্ন করলে প্রকাশক আবু এম ইউসুফ জানালেন তাদের দুজনেরই অভিন্ন নাম। একজন নামটাকে আগ-পিছ করিয়ে নিয়েছেন ভিন্নতা বোঝানোর জন্য! একই নামে দুজন লেখক দেশে কম নেই। একইভাবে শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নামও অভিন্ন। সম্পর্কে তারা নাকি মামা-ভাগ্নে। তো মামা-ভাগ্নেও পাঠককে বিভ্রান্ত করবেন বলে সমঝোতায় এলেন! বাংলা কবিতার সুপরিচিত নাম টাঙ্গাইলের মাহমুদ কামাল। তার বিপরীত নামের আরেকজন লেখকও আছেন কামাল মাহমুদ। একদিন মাহমুদ কামাল কল করলেন তার বৈরী' মিতাকে। ওই প্রান্ত থেকে কামাল মাহমুদ 'কে বলছেন' প্রশ্ন করলে মাহমুদ কামাল বললেন, 'আপনি যা, আমি তার উল্টোটা। আপনি কামাল মাহমুদ আর আমি মাহমুদ কামাল!' কী মজার আলাপচারিতা। লেখালেখির শুরুর দিকে এমন আমার সঙ্গে একটি মজা করতেন সুমন্ত আসলাম। কল করে 'শফিক হাসান বলছি' বললে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতেন 'কখন বললেন'! কলকাতার 'দেশ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সাংবাদিক ও নাট্যকার ইমন চৌধুরীর গল্প। বন্ধুর গল্প, আগ্রহ নিয়েই পত্রিকা কিনলাম। পড়া শেষ করার আগেই ইমন চৌধুরী কল করে জানালেন তাজ্জব বিষয়টার কথা। 'দেশ' দপ্তর থেকে যোগাযোগ পরবর্তী বিলও পরিশোধ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় আবিষ্কার করলেন এই ইমন চৌধুরী তিনি নন, অন্য কেউ। কলকাতা বা আশপাশের অন্য কোনো অঙ্গরাজ্যে আরেকজন লেখক ইমন চৌধুরী আছেন! হয়তো এপারের ইমন চৌধুরীর গল্পটা প্রকাশিত হয়ে গেছে অন্য কোনো সংখ্যায়, কিংবা হয়নি। নিছক নামে নামে ভুল বোঝাবুঝির চিত্রনাট্য! কবি জুটি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ও তসলিমা নাসরিনের বিয়ে বেশিদিন টেকসই হয়নি। ছাড়াছাড়ির পর পরস্পরকে নিয়ে পাল্টাপাল্টি কবিতা লিখেছিলেন তারা। শুরুতে লেখেন তসলিমা নাসরিন 'দুধরাজ' কবিতা কেউ শখ করে পাখি পোষে কেউ-বা কুকুর আর আমি এক-পা এগিয়ে গিয়ে একজন কবিকে স্বগৃহে শখ করে পালন করেছি পাখা নেই, তবু সে উড়াল দেবে কেশরের কিচ্ছু নেই তবু সে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে দাঁড়াবে খেতে দিই বুকের বল্কলে ঢেকে বলি ঘুম যাও কবি কি ঘুমায়?

বিড়াল-নরম হাত থেকে বের হয় তার ধারালো নখর আঁচড়ে কামড়ে আমাকেই আহত করে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে আমারই পাঁজরায় কবি কি ঘুমায়? তারচে' কুকুর পোষা ভালো ধূর্ত যে শেয়াল, সে-ও পোষ মানে দুধকলা দিয়ে আদরে-আহ্লাদে এক কবিকে পুষেছি এতকাল আমাকে ছোবল মেরে দ্যাখো সেই কবি আজ কীভাবে পালায়।'

পশু-পাখির সঙ্গে তুলনা করে মারাত্মক সব গালি দেওয়া হলো। 'তারচে কুকুর পোষা ভালো' তসলিমার এমন আক্রমণে নাস্তানাবুদ রুদ্র। শুরুতে কুকুর দিয়েই লিখলেন পাল্টা কবিতা। আরও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়ে 'সামঞ্জস্য' কবিতায় লেখেন 'তুমি বরং কুকুর পোষো প্রভুভক্ত খুনশুটিতে কাটবে তোমার নিবিড় সময় তোমার জন্য বিড়ালই ঠিক বরং তুমি বিড়াল পোষো খাঁটি জিনিস চিনতে তোমার ভুল হয়ে যায় খুঁজে এবার পেয়েছো ঠিক দিক ঠিকানা লক্ষ্মী সোনা, এবার তুমি বিড়াল এবং কুকুর পোষো শূকরগুলো তোমার সাথে খাপ খেয়ে যায় কাদা ঘাটায় দক্ষতা বেশ সমান সমান ঘাঁটাঘাঁটি ঘটঘটায় তোমাকে খুব তৃপ্ত দেখি তুমি বরং ওই পুকুরেই নাইতে নামো পঙ্ক পাবে, জলও পাবে চুল ভেজারও তেমন কোনো আশঙ্কা নেই ইচ্ছে মতো যেমন খুশি নাইতে পারো ঘোলা জলের আড়াল পেলে কে আর পাবে তোমার দ্যাখা! মাছ শিকারেও নামতে পারো তুমি বরং ঘোলা পানির মাছ শিকারে দ্যাখাও তোমার গভীর মেধা তুমি তোমার স্বভাব গাছে দাঁড়িয়ে পড়ো নিলিঝিলির স্বপ্ন নিয়ে আর কত কাল? শুধু শুধুই মগজে এক মোহন ব্যাধি তুমি বরং কুকুর পোষো, বিড়াল পোষো কুকুর খুবই প্রভুভক্ত এবং বিড়াল আদর প্রিয় তোমার জন্য এমন সামঞ্জস্য তুমি কোথায় পাবে?'

ইমন চৌধুরীর '৫০ হাসির গল্প' বই প্রকাশিত হয়েছে খ্যাতনামা একটি প্রকাশনা থেকে। আরেক তরুণ লেখক সত্যজিৎ বিশ্বাস বইটি কিনে নিলেন একুশে বইমেলা থেকে। সেই রাতেই কল করলেন লেখককে। বললেন, 'বইয়ে গল্প পেলাম ৪৯টা। কিন্তু টাকা দিলাম ৫০টার!' হতবাক ইমন চৌধুরী গুনে দেখলেন আদতেই তাই। একটা গল্প কীভাবে যেন বাদ পড়ে গেছে। প্রকাশনীর সেই দুর্বলতা প্রকাশ না করে তিনি কৃত্রিম ঝাড়ি দিলেন, 'আপনি আর কাজ পান না? গল্প গুনতে গেলেন কেন!'

কিছুদিন পরে লেখক নিজেই আবিষ্কার করলেন একটা গল্পের অর্ধেক ছাপা হয়েছে, অর্ধেকটা নেই। ইমন চৌধুরী চেপে গেলেন এটা। সত্যজিৎ বিশ্বাস জানতে পারলে এবার হয়তো 'অবিশ্বাস্য' ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসবেন! এবার আমরা একটি গল্প বানাই। লেখক প্রকাশক সম্বন্ধে। গভীর মনোনিবেশে কী একটা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করছেন প্রকাশক। এমন সময়ে প্রবেশ করল তরুণ কবি দবির পাটোয়ারী। মৃদু শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রকাশকের। প্রকাশক উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করলেন তাকে 'আসুন'।

কবি ইতস্তত করে বলল, 'কবিতার একটা পাণ্ডুলিপি এনেছিলাম।'

'রেখে যান। মনোনীত হলে আপনাকে কল করে জানানো হবে। তখন ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি হবে। মনোনীত না হলেও আমরা লেখককে জানিয়ে দিই।'

'ইয়ে... কত হাজার টাকা লাগতে পারে? টাকাগুলো জোগাড় করতে হবে তো!' 'এক টাকাও লাগবে না। পাঠক বই কিনলেই তো আমার বিনিয়োগ উঠে আসবে। বেশি বিক্রি হলে উলটো আপনি রয়্যালিটি পাবেন।'

'রয়্যালিটি নয়, আমি রিয়েলিটির কথা চিন্তা করি বেশি। কবিতার বই কেউ এখন কেনে নাকি? খোদ কবিরাই কেনে না!' 'প্রচুর কেনে। সাধারণ পাঠকও কেনে। দিন পাল্টেছে না! মানুষ আবার বইয়ে ফিরেছে!' এটা অবশ্যই আষাঢ়ে গল্প। তবে আমরা এমন আষাঢ় দিনের প্রত্যাশায়ই আছি। বাস্তবে ঘটলে মন্দ হতো না।

বানানো গল্পের চেয়ে হিরণ্ময় হিমাংশু ওরফে তালুকদার কবির সত্য ঘটনা বয়ান করাকেই তুলনামূলক উত্তম মনে করছি। দেশে বাকস্বাধীনতা নেই, থাকলে তার গল্পগুলো 'ফাঁস' করে দিতে পারতাম! একবার সর্বাধুনিক কবিতা লিখলেন তিনি। সম্পাদনার ভার পড়ল আমার উপর। দুর্বোধ্য কবিতা কাটতে কাটতেও সহজ করতে পারলাম না। বিষয়টা জানিয়ে কল করলাম তালুকদার কবিকে। তিনি উদার ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে কাটো, কাটতে থাকো, শুধু আমার নামটা রাখো। প্রয়োজনে শিরোনামটাও ফেলে দিতে পারো।' 'কিন্তু উপরে-নিচে কিছু নেই, শুধু কবির নামটা ছাপা হলে এটা কী অর্থ বহন করবে? সূচির কোন বিভাগে বসবে নামটা!' 'অর্থ অনর্থ বোঝার দরকার নেই। হয়তো আমার কবিতা থাকবে, নইলে নাম। কিছু একটা তো রাখতে হবেই!'

এই হচ্ছেন তালুকদার কবি। নিজের নাম ফাটানোর জন্য তিনি প্রচলিত নিয়মকানুনও পাল্টে দিতে চান! অবশ্য শুধু তালুকদার কবিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের নাম ফাটানোর কবি অকবি কুকবিসহ লোকে কত কীই না করে! কত টাকাপয়সা, ডলার খরচ করে। গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি জীবন দেয় কবির মেহমানদের উদরপূর্তির জন্য। এদিকে আমাদের টাকা-ডলার কোনোটাই নেই। নেই বলেই এখন সাধু সাজার পাঁয়তারা করছি। তালুকদারের খুঁত খুঁজছি!

জীবনের সারবস্তু কবিতার সম্ভার গৌতম মণ্ডল তাঁর 'জলদগ্ধ লিপি গৌতম বসুর কবিতাবিশ্ব' বইতে একবাক্যে কবিতার সারবস্তু দেখিয়েছেন। কবি তাঁর কবিতার মাধ্যম দেশজ সংস্কৃতি, লোকায়ত দর্শন, পুরান যেরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক তেমনই গ্রাম বাংলার অপরূপ আভাও তুলে ধরেছেন। কবি দেখিয়েছেন, 'সত্যই তো আমাদের সমস্ত আলোর পাশে মিথ্যা/উৎসব হয়ে জাগে। আর জগৎ ? সকল জল জগৎ। কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, মাঝির সংসার দুলে চলেছে। মাঝি যখন নৌকায় থাকে, তখন ঢেউয়ের তালে তালে নৌকা দুলে উঠে। যেহেতু নৌকাতেই মাঝির সংসার তাই তখন মাঝির সংসারও দুলে উঠে। এই বিশাল পৃথিবীতে তো আমরা সবাই মাঝি, নই কি ? একপ্রকার প্রতিনিয়তই ঢেউয়ে দুলছে আমাদের প্রত্যেকের সংসার।

লেখকের এই কাব্যগ্রন্থে যেরূপ খরা অন্যাভাব ফুটে উঠেছে ঠিক তেমনই শুভকালও ধরা পড়েছে। গ্রামবাংলার সুচারুরূপ ধরা পড়েছে একাধিক কবিতার মাধ্যমে। তৃণাকুর থেকে কামারশালা মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন পটচিত্র ধরা পড়েছে। সুন্দর শধচয়ন, নিখুঁত মলাট বিশিষ্ট আদম প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৩৫০ টাকা। একবাক্যে বইটি পাঠককুলের হৃদয়ে বাস করবে।

হিন্দুধর্ম বিশ্বের এক প্রাচীন ধর্ম

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য

হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর অনুসারীর সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। এই ধর্মের অনুসারীরা হিন্দু নামে পরিচিত। হিন্দুধর্মের কিছু মৌলিক বিষয় হলো:

১. ঈশ্বর: হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা জটিল। এখানে অনেক দেব-দেবীকে পূজা করা হয়, তবে এদেরকে পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ হিসেবে মনে করা হয়। এই ব্রহ্ম হলেন এক ও অদ্বিতীয়।

২. ধর্মগ্রন্থ: হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি হলো বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত। বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

৩. বিশ্বাস: হিন্দুরা কর্মফল, পুনর্জন্ম ও মোক্ষ ধারণায় বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে এবং মৃত্যুর পর আবার নতুন রূপে জন্ম নেয়। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই হলো মোক্ষ।

৪.আচার-অনুষ্ঠান: হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এর মধ্যে পূজা, অর্চনা, যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, উৎসব ও পার্বণ অন্যতম।

৫. বর্ণাশ্রম ধর্ম: একসময় হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল। এই প্রথায় সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করা হয়েছিল - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে বর্তমানে এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত।

৬. উৎসব: হিন্দুরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব পালন করে। এর মধ্যে দীপাবলি, হোলি, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, শিবরাত্রি, রাখি পূর্ণিমা, ইত্যাদি প্রধান। হিন্দুধর্ম একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ধর্ম। এর বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। এই ধর্মের অনুসারীরা তাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাস

হিন্দুধর্ম এর ইতিহাস হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত, এবং এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ - ৫০০): এই সময়ে আর্য্যরা ভারতে আসে এবং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে আসে। এই সময়কার প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি হল বেদ, যা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। উপনিষদের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০- ৫০০): এই সময়ে উপনিষদগুলি রচিত হয়, যা হিন্দুধর্মের দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটায়। এই সময়ে আত্মান (ব্যক্তিগত আত্মা) ও ব্রহ্মণ (বিশ্বজনীন আত্মা) এর ধারণাগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহাকাব্য ও পুরাণ যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ - ৫০০ খ্রিস্টাব্দ): এই সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য এবং বিভিন্ন পুরাণ রচিত হয়। এইগুলি হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনী ও দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। মধ্যযুগ (৫০০ - ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ): এই সময়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দর্শন শাখা বিকাশ লাভ করে। এই সময়ে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়, যা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির উপর জোর দেয়। আধুনিক যুগ (১৫০০ - বর্তমান): এই সময়ে হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক রূপ লাভ করে। এই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীগণ হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এটি একটি জীবন্ত ধর্ম, যা সর্বদা পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে।

হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয় কেন? হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলার কয়েকটি প্রধান কারণ হলো: ১. প্রাচীনত্ব: হিন্দু ধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর উৎপত্তি সিন্ধু সভ্যতা বা তারও আগে। এই দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের কারণে একে "সনাতন" বলা হয়, যার অর্থ "চিরন্তন" বা "শাশ্বত"। ২. শাশ্বত নিয়ম: "সনাতন ধর্ম" নামটি এই ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাসকে তুলে ধরে। তারা মনে করেন এই ধর্মের মূল নীতি ও শিক্ষাগুলো শাশ্বত, অর্থাৎ এগুলো দেশ-কালের ঊর্ধ্বে এবং সর্বদা প্রযোজ্য। ৩. ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলেছেন। এই ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতেও "সনাতন ধর্ম" নামটি ব্যবহৃত হয়। ৪. বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়: হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও উপাসনা পদ্ধতি রয়েছে। এই বহুমাত্রিকতাকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য "সনাতন ধর্ম" নামটি ব্যবহার করা হয়, যা এই ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। "সনাতন ধর্ম" নামটি হিন্দু ধর্মের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং দীর্ঘ ইতিহাসকে তুলে ধরে। এটি শুধু একটি নাম নয়, বরং এই ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মৎস্য কলেজের উদ্যোগে ও আইসিআর ও ন্যাশনাল ব্যুরো ফিস জেনেটিক রিসার্চ এর সহায়তায় মৎস্য চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির ও মৎস্য সামগ্রী বিতরণ

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫: রাজ্যের মৎস্য চাষীদের নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির ও মৎস্য সামগ্রী বিতরণমূলক এক অনুষ্ঠান আজ লেম্বুছড়া স্থিত কলেজ অফ ফিসারীজ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন আইসিএআর এর অধীনস্ত ন্যাশনাল ব্যুরো ফিস জেনেটিক রিসার্চ লখনৌ এর অধিকর্তা ড. উত্তম কুমার সরকার। উপস্থিত ছিলেন আগরতলার লেম্বুছড়াস্থিত কলেজ অফ ফিশারি ডিন ডঃ এ বি পেটেল, রাজ্য সরকারের প্রাক্তন সচিব দেবাশীষ বসু, আই সি এ আর এর বিজ্ঞানী বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। এছাড়াও কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্র-ছাত্রী এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মৎস্য চাষিরা এতে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আইসিএআর এর এনবিএফ জি আর, লখনৌ এর অধিকর্তা ডাঃ উত্তম কুমার সরকার বলেন এই সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে জলবায়ুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাছ সহ জলজ সম্পদেড় বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপাদনে গবেষণাধর্মী কাজ করা। মাছের উৎপাদন, রোগ নির্ণয়, মাছের বীজ উৎপাদন, প্রজননগত উন্নত মান নিরুপন ও গঠন ক্ষেত্রে কিভাবে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা দরকার সেই বিষয় সম্পর্কেও অবহিত করে আসছে কেন্দ্রীয় এই সংস্থা। তিনি বলেন দেশের নদী গুলিতে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মজুত বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সংস্থা নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

শ্রী সরকার বলেন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করার বিষয়ে চাষীদের সচেতন করা ও মাছ চাষে কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে লেম্বু ছড়া কলেজ অফ ফিশারির ডিন ড, এবি প্যাটেল বলেন আই সিএ আর-এর ন্যাশনাল ব্যুরো ফিশ জেনেটিক রিসার্চ লক্ষ্ণৌ, লেম্বুছড়া কলেজ অফিসারী ও আই সি এ আর লেম্বুছড়া আঞ্চলিক সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও মৎস্য চাষীদের মধ্যে সামগ্রিক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা, আর্থিকভাবে স্বয়ংভর করা ও ত্রিপুরাকে মৎস্য উৎপাদনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবে দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় রাজ্যে মাছের চাহিদা অনেক বেশি। সেই তুলনায় উৎপাদনের কিছু ঘাটতি রয়েছে তা পূরনের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। তাই মাছের উৎপাদন বাড়ানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে।

সেই লক্ষ্যেই কলেজ অফ ফিসারি, আইসিএআর ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে কাজ করছে।

এদিন এর প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ৩০০ জন মৎস্য চাষী। তাদের হাতে মৎস্য উৎপাদনের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে আসা বিশেষজ্ঞরা মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়টি চাষীদের অবহিত করেন মৎস্য চাষ এর গবেষক ও বিজ্ঞানীরা।

সারা বাংলা আউটডোর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে জয়ী ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে সারা বাংলা নকআউট আউটডোর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট ক্লাব ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। সাতদিনের এই টুর্নামেন্টে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী। এই বিভাগে রানার্স হয়েছেন গৌরব বড়ুয়া।

মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রিয়া কর্মকার, রানার্স হয়েছেন শ্রেয়সী ভৌমিক। উত্তেজনাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন বাংলার একাধিক বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী পুরুষ বিভাগের ফাইনালে গৌরব বড়ুয়াকে ২১ - ১১ এবং ২১ - ৪ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করেন। মহিলা বিভাগে রিয়া কর্মকার শ্রেয়সী ভৌমিককে হারালেন ১৫ - ১৩ এবং ১৭ - ১৫ পয়েন্টের ব্যবধানে। প্রতিযোগিতা চলে ২৬ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

চন্দ্রচূড় গোস্বামী মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি 'পদ্মভূষণ' পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কাছে সঙ্গীতের তালিম নেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের রেজিস্টার্ড ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে বিখ্যাত নাকতলা ইউথ ক্লাবে কোচ পীযূষ শুক্লার তত্ত্বাবধানে ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস করেন।

৩টা পর্যন্ত দিল্লিতে ভোটের হার ৪৬.৫৫ শতাংশ, এগিয়ে উত্তর-পূর্ব জেলা

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪৬.৫৫ শতাংশ। ভোটদানের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে উত্তর-পূর্ব জেলা, সেখানে দুপুর তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫২.৭৩ শতাংশ। বুধবার সকাল ৭টা থেকে দিল্লিতে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৮.১০ শতাংশ।

এরপর বেলা এগারোটায় নির্বাচন কমিশন জানায়, বেলা এগারোটা পর্যন্ত প্রথম ৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে সামগ্রিক ভোট পড়েছে ১৯.৯৫ শতাংশ। আর প্রথম ৬ ঘণ্টায় দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৩৩.৩১ শতাংশ। তিনটে পর্যন্ত ভোটের হার বেড়ে হয়েছে ৪৬.৫৫ শতাংশ। দিল্লিতে ভোটদান চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

অণ্ডালে সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে বচসা; মারপিট, ছুরিকাঘাত ৪

অণ্ডাল, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে অশান্তি ছড়ালো পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল। মঙ্গলবার রাতে সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে বচসা ও মারপিটের জেরে জখম হলেন কমপক্ষে ৪ জন। আহতরা ছুরিকাঘাত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার অণ্ডাল থানার নব কাজোরা কুড়মি পাড়ায় সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে ছোটদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কে অতিথি হবেন, তা নিয়েই শুরু হয় বচসা। ধারালো অস্ত্র নিয়ে চলে আক্রমণ। ছুরিকাঘাত হন ৪ জন। জানা গিয়েছে, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন রাজকুমার নামে এক ব্যক্তি। মূলত তাকে কেন্দ্র করেই হয় ঝামেলার সূত্রপাত। স্থানীয় সাহিল (বাবলু) সিং, যোগিন্দর প্যাটেল, সানি সিং-রা রাজকুমারকে অতিথি করা নিয়ে আপত্তি তোলেন। এমনকী, তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। কিন্তু রাজকুমার ও পুজো উদ্যোক্তারা এতে রুখে দাঁড়ায়। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই তাদের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় সাহিল (বাবলু) সিং, যোগিন্দর প্যাটেল, সানি সিং-এর অনুগামীরা।

ছুরিকাঘাতে আহত হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার পুলিশ। হামলার অভিযোগে সাহিল সিং ও যোগিন্দর প্যাটেলকে আটক করা হয়েছে।

PNIT NO:-65/EE/RD/ SNMD/2024-25, Dt. 1/2/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 14-02-2025 for 1 (One) no. construction work amounting to Rs 5,79,590 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3624/25

Executive Engineer
RD Sonamura
(Dhanpur) Division (M-8974406541)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 32/EE(PWD)/BLN/2024-25 DATED, 29-01-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-02-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 156/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,42,86,629.99	₹2,85,733.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 157/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,44,73,935.81	₹2,89,479.00	90 (Ninety) days	
3.	DNIT No. 158/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,45,47,361.13	₹2,90,947.00	90 (Ninety) days	
4.	DNIT No. 159/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,21,09,482.51	₹2,42,190.00	90 (Ninety) days	
5.	DNIT No. 160/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,41,68,057.34	₹2,83,361.00	90 (Ninety) days	
6.	DNIT No. 161/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,41,17,076.21	₹2,82,342.00	90 (Ninety) days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 12-02-2025
- Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 12-02-2025
- Cost of Tender document: *.4000/-.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
- For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-3635/25

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer, Belonia Division,
PWD(R&B) Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT wise) are invited from fish farmers, fishery cooperative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of IndianMajor carp fingerlings (Catla, Rohu & Mrigal) as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in different Block and notified areas under Khowai Sub Division during F.Y 2025-26.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
No. F.4(32)-SF/KHW/ DEV/ TEND/ 2025-26/7018	Indian Major Carp Fingerling (7 cm &above)	6.00 lakhs	7.80 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 01/02/2025 at 11.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 14/02/2025 till 17.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
No. F.4(32)-SF/KHW/ DEV/ TEND/ 2024-25/7019	Indian Major Carp Fingerling (10 cm &above)	3.50 lakhs	17.50 lakhs	

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C/3630/25

(JAYANTA CHAKRABORTY)
SUPDT.OF FISHERIES KHOWAI SUB-DIVISION

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No.27/EE/AGRI/NORTH/2024-25

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-Tender on double bid system from the eligible bidders for the following works

Sl.No	Name of Work.	Estimated Cost (In Rs.)	EMD (In Rs.)	Time for Completion	Last date & time for completion	Time and date of opening of bid/Technical Bid
01.	Development of infrastructure facilities of Santipur Bazar Rural Market under Kumarghat Agri Sub-Division,Unakoti District.S/H:- Construction of Double Storied Market (GF Shed & FF Stall) 48/CE/AGRI/EE(NORTH)/2024-25 (2nd Call)	Rs.1,95,89,536.00	Rs.3,91,792.00	365 days	10-02-2025 up-to 15.00 Hrs	10-02-2025 up-to 15.00 Hrs

For more details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact at mobile no. 8131884150 for clarification. If any, subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/3620/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Bireswar Debbarma)
Executive Engineer Deptt.of Agriculture & F.W Dharmanagar, North Tripura

Secondary Education Department
PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 160 & 161 /EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 27/01/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17/02/2025

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 01 one unit Art & Craft Room at [illegible] High School in Charilam Block, Sepahijala District for the year 2024-25. DNIeT No. 144/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. [illegible]	Rs. [illegible]	6 Months	17/02/2025 Up to 15.00 Hrs	18/02/2025 Hrs at 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 03 three nos CWSN Toilet at Narimangal High and Chandranagar High and [illegible] High School in Bishalgarh Block, Sepahijala for the year 2024-25. DNIeT No. 145/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. [illegible]	Rs. [illegible]	3 Months	17/02/2025 Up to 15.00 Hrs	18/02/2025 Hrs at 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

ICA/C/3614/25

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education, Old Shishu Bihar Complex

// PRESS NOTICE INVITING E-TENDER //

The Commandant 13th Bn TSR (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/Enterprise and eligible contractors/firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State P.W.D up to 03 P.M on 12.02.2025 for the following works.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of 01(one) Guest Room (Size 16'X12') full wall with brick pillar in/c 4' front verandah with Galvalume sheet roofing, attached toilet, tiles flooring and septic tank etc. at Hurua, Dharmanagar under 13th Bn. TSR(IR-IX). (DNIeT No. COMDT13THBNTSR/ DNIeT/10/2024-2025)	Rs. 7,31,796.00	Rs. 14,636/-(2%)	90 (Ninety) Days	Up to 1500 Hrs on 12/02/2025	Up to 1630 Hrs on 12/02/2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C/3639/25

(H. Sunga Darlong)
Commandant 13th Bn TSR (IR-IX)
Kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-21/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2024-25 Dt.22-01-2025

The Executive Engineer, W.R Division No-IV, Belonia, South Tripura invites percentage rated e-tender in two bid on behalf of the Govornor of Tripura in separate sealed covers in PWD Format F-7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC having experience similar nature of work up to 3.00 p.m on 21-02-2025 for the following work. The tender can be uplowded in website https://tripuratenders.gov.in. up to 3.00 p.m on 21-02-2025.

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-21/2063-2112

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	2	3	4	5	6
1	Construction of 213 Deep Tubewell Minor Irrigation Schemes(DTWMIS) in 8 Districts of Tripura/SH: Construction of 32 nos. DTW Minor Irrigation scheme in/cl Drilling & Development of Deep Tube Well, Installation of Pump Motor and electrical accessories, Pump House construction and Laying of Distribution System Complete at different parts of South Tripura District. (Job No. TR/01/NABARD(RIDF-XXX)/2024-25). DNIe-T NO:- 21/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25	₹ 12,75,00,564.00	₹ 25,50,011.00	18 (Eighteen) Months	₹ 10,000.00

ICA/C-3608/25

For & On Behalf of the Governor of Tripura
(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

Agartala Municipal Corporation

E-Governance Cell
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone: 0381-2385507

F.No-1(82)/GIS Property Tax/e-Gov/AMC/2023/(Shadow-1)/9602-07 Date: 04/02/2025

Memo

It is hereby informed that all counters under Agartala Municipal Corporation shall remain closed on 04/02/2025 to 07/02/2025 due to server-maintenance. All concerned section is hereby directed to take necessary action.

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation

E-Governance Cell
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone: 0381-2385507

F1 (27) Manpower/e-Gov/AMC/2015/shadow-37/9608-12 Date 4/2/2015

Corrigendum

Tender ID: 2025_SAMC_57824_1
DNIT No: 02/e-Gov/AMC/2025-2026
It is to notify that Tender vide no. 2025_SAMC_57024_1 dated: 01/02/2025 invited for "Supply of Manpower to Operate Online Computerised Application & Other IT related Job Under AMC" is hereby cancelled due to techmcal error.
This is for information & records only.

(Dr. Shailosh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation.

Agartala Municipal Corporation

E-Governance Cell
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone: 0381-2385507

F.1 (27)/ Manpower/e-Gov/ AMC/2015/shadow-3/_9596-9600 Date 04/02/2025

Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Tender from reputed and experienced Company/ Firm /Agency/Contractor for followings.

Sl. No	Name of the job	Publishing Date	Bid submission start date	Last date of the submission	Technical Bid Opening time	Tender Value yearly	Application Fess	EMD	Details are available
	"SUPPLY OF MANPOWER TO OPERATE ONLINE COMPUTERSIED APPTLCATION& OTHER IT RELATED JOB UNDER AMC," DNIT No- 02/e-Gov/AMC / 2025-2026	06-02- 2025 At 15.00 Hrs.	06-02- 2025 At 15.00 Hrs.	14-02 2025 At 15.00 Hrs.	14-02 2025 At 16.00 Hrs.	Rs.1.05 Crore	Rs. 5000/- (Five Thousand) only.	Rs.50,000/- (Fifty Thousand)only	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura.gov.in

Tender is to be submit online only through https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কয়েক বসন্ত পেরিয়ে গেলেও পুরনো দাম্পত্যকে সতেজ রাখু

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়। নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়। নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

ডায়েটে এই খাবারগুলি নিয়মিত থাকলে রোজ সকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের কষ্ট থেকে মুক্তি

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল। কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু।

কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু। প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে।

প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে। বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়।

বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন।

আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন।

এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই।

৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়।

৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন।

৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে।

১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়।

১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই।

১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প।

১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে।

১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের ঊর্ধ্বে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন।

১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন।

১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে।

বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

আমরা যারা বই পড়ে বড় হয়েছি তারা জানি বই কতটা আনন্দের। আজকাল শিশু-কিশোরদের উপযোগী নানা গেজেট বা ট্যাবলেট কম্পিউটার পাওয়া যায়, সেসবে খুঁজে নিতে পারেন অনলাইন বুক রিডিং সাইটগুলো। মায়ের দুধের বিকল্প যেমন কিছু হতে পারে না ঠিক তেমনি বইয়ের বিকল্প আর কোনকিছু হতে পারে না। নিজে বই পড়ুন, শিশুকে বই পড়তে উৎসাহ দিন।

সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয় মায়েদের

সদ্যোজাত সন্তানের যত্ন নেওয়া মায়ের কাছে সব সময়েই সময়সাপেক্ষ এবং চিন্তার বিষয়। যদি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে মায়ের কাজ বেড়ে যায় অনেক গুণ। মায়ের নাওয়া-খাওয়া-বিশ্রাম মাথায় ওঠে! দু'টি সন্তানের দেখভাল করতে নাজেহাল অবস্থা। সদ্য যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এমন নতুন মায়েদের জন্য রইল কিছু টিপস। মনে রাখলে সহজ হয়ে যাবে কঠিন কাজও। পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো?

যদি একান্তই কোনও উপায় না থাকে, তাহলে যমজ সন্তানদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব নিজের উপর নেবেন না। স্বামীকেও কিছু কিছু দায়িত্ব দিন। পরিবারে বয়স্ক কোনও মহিলার সাহায্য পাওয়া গেলেও ভাল। সন্তানকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান। মনে রাখবেন আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাও বাচ্চাকে যত্ন নেওয়ার অন্যতম শর্ত। পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগে নাজেহাল? জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবেই পাশে থাকুন সন্তানের দুই শিশুকে প্রথম থেকেই খাওয়া এবং ঘুমের একই সময়ে অভ্যাস করাবেন। সন্তানরা যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আপনিও ঘুমিয়ে নিন, পাওয়ার ন্যাপের সময় পেলে, তাই সই। প্রেমের নামে 'আরশোলা-ডেটিং'! আপনি এই সম্পর্কের শিকার নন তো? যমজ সন্তান হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবণতা থাকে একইরকম পোশাক পরানোর। সেক্ষেত্রে দু'জনেই ছেলে বা দু'জনেই মেয়ে হলে অনেক সময়ে মায়ের কাছেও গুলিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন যাতে একনজরে দু'ই সন্তানকে দেখে বোঝা যায় কে কোন জন।

যমজ দুই সন্তানকে সমানভাবে যত্ন নেবেন। এক জন সন্তান কোনও সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে অন্য জনও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাই সর্দিকাশি, জ্বর বা অন্য কোনও অসুস্থতায় একজন সন্তান আক্রান্ত হলে আর একজনকে।

শীতকালে অ্যালার্জির সমস্যায় কষ্ট পান? রেহাই পেতে পারেন সহজেই

আরও পড়ুন : সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয়, মায়েদের সুবিধের জন্য কিছু সহজ সমাধান

অ্যালার্জি এবং ঠান্ডার লাগার উপসর্গের মধ্যে দৃশ্যত মিল আছে। শরীর থেকে যখন হিস্টামাইন নির্গত হয়, তখন তার থেকে ইনফ্লেম্যাটরি রিঅ্যাকশন তৈরি হয়। এর ফলেই অ্যালার্জেনস এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

আরও পড়ুন : পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো?

অ্যালার্জেনস শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। একাধিক ইন্ডোর অ্যালার্জেন্সের কারণে শীতকালে অ্যালার্জির উপসর্গ ও সমস্যা দুই-ই বাড়ে।

এ বার দেখে নেওয়া যাক অ্যালার্জির সাধারণ উপসর্গ-

হাঁচি গলায় সংক্রমণ নাক দিয়ে জল পড়াকানে চুলকানি চোখে জ্বালা ভাব নাক বন্ধ থাকায় শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা কম তাপমাত্রার জ্বর ত্বকে সংক্রমণ অ্যালার্জির চিকিৎসা বালিশের কভার, বিছানার চাদরে যাতে ধুলো না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন

বিছানার চাদর, কুশন কভার, বাড়িতে পরার জামাকাপড় নিয়মিত গরম জল ও সাবানে কাচুন ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে ডিহিউমিডিফিয়ার ব্যবহার করুন প্রয়োজনে বাড়ির সব ঘর নিয়মিত ঝাঁট দিতে হবে। মুছতে হবে। দরকার হলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে।

রান্নাঘরে যেন খাবারে কোনও টুকরো পড়ে না থাকে, লক্ষ রাখুন সেদিকেও বাড়িতে যেন কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড়ের উপদ্রব না বাড়ে, তার যত্ন নিতে হবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের পাইপে ছিদ্র থাকলে মেরামত করে নিন। যাতে সেখান দিয়ে পোকামাকড় ঢুকে না পড়ে। নিয়মিত সাফসুতরো রাখুন পোষ্যদের। লিভিংরুম, রান্নাঘরে যত সম্ভব পরিষ্কার রাখুন। অ্যালার্জির উপসর্গ ঠিক করা যায় ঘরোয়া উপকরণে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার পথেও হাঁটতে পারেন। সমস্যার সমাধানে অ্যালার্জির ওষুধ নিন এবং ন্যাজাল স্প্রে নিন।

ঝাল খেলে চর্বি কমবে একথা পুরোপুরি ঠিক নয়

অতিরিক্ত মসলাদার খাবার ক্ষতিকর। অন্যদিকে ঝাল খাবার বিপাক বাড়ায়।

আর ঝাল খাবার খেয়ে বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে যারা ভাবছেন দেহের চর্বি গলানোর প্রক্রিয়া দ্রুত করছেন, তাদের জন্য খবর হল এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 'মেডিকেল নিউজ টুডে'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ জিলিয়ান কুবালা বলেন, "মরিচে রয়েছে ক্যাপসেসিন, যে কারণে ঝাল অনুভূত হয়।" "এই উপাদান দেহের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া বাড়ায় ঠিকই তবে তা যখন সম্পূরক যৌগ বা 'কনসানট্রেটেড সাপ্লিমেন্ট' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।" তিনি আরও বলেন, "রান্না করা খাবারে যে পরিমাণ ঝাল গ্রহণ করা হয় তা সাধারণত বিপাক বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়।"

'ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলয়ের অনলাইন সাময়িকী 'পিএমসি'তে ২০১৭ সালে প্রকাশিত চীনা গবেষকদের করা পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ১৩৫ মি.লি. গ্রাম ক্যাপসেসিন সাপ্লিমেন্ট একটানা তিন মাস খাওয়ার ফলে 'বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি খরচ করতে সহায়তা করতে পারে'। শুধু তাই নয়, গবেষকরা আরও জানান, লাল মরিচে থাকা ক্যাপসেসিন যদি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা যায় তবে ক্যান্সার, প্রদাহ, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস এমনকি স্মৃতিভ্রংশের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে।

যে খাবার আয়ু বাড়াতে পারে

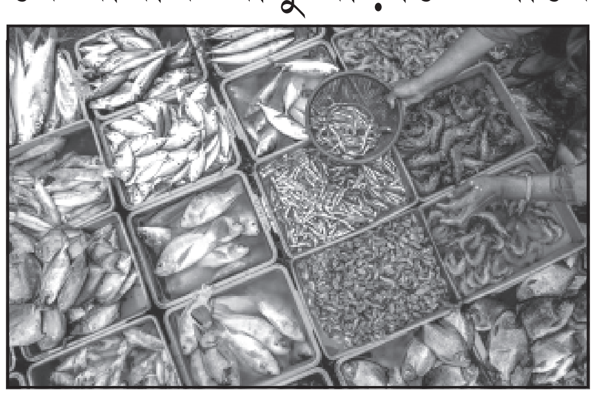

দীর্ঘ সুস্থ জীবন পার করতে সহায়তা করতে পারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। আর এই উপাদানের উৎস সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ।

আর গবেষকদের মতে, খাবার তালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জন করা সম্ভব। তৈলাক্ত মাছ খাওয়া পাঁচ বছর আয়ু বাড়ায় 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন' জার্নালে স্পেনের 'হসপিটাল ডেল মার মেডিকেল রিসার্চইন্সটিটিউট (আইএমআইএম)' ও 'দ্যা ফ্যাটি অ্যাসিড রিসার্চইন্সটিটিউট'য়ের সমন্বয়ে করা গবেষণার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডমৃত্যুর ঝুঁকিসম্পর্কেধারণা পেতে সাহায্য করে।

গবেষকদলটি 'ফ্রেমিং অফস্প্রিং কোহোর্ট' নামে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস শহরের অধিবাসীদের ৬৫ বছর বয়স্ক ২,২৪০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে করা হয়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ছিল গড়ে প্রায় ১১ বছর।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভস ২০২৫-এ রিল তৈরির প্রতিযোগিতা ঘিরে অসাধারণ সাড়া; ৩৩৭৯ জন নাম নিবন্ধিভুক্ত করেছে

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারী : ওয়ার্ল ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস শীর্ষ সম্মেলন)-এ রিল মেকিং বা রিল প্রস্তুত করার প্রতিযোগিতা ঘিরে অসাধারণ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ভারত সহ আরো ২০ টি দেশ থেকে সৃজনশীল ব্যক্তিরা যোগ দিতে আবেদন করেছে। এখন পর্যন্ত দেশ বিদেশ থেকে সব মিলিয়ে ৩৩৭৯ জন নাম নিবন্ধিভুক্ত করেছে।

এই প্রতিযোগিতাটি ওয়েভস ২০২৫-এর এক অন্যতন মূল আসর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মাধ্যমে মিডিয়া এবং বিনোদন দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ধরবে এবং দেশে দ্রুত প্রসারমান ডিজিটাল ক্রিয়েটর অর্থনীতিকেও তুলে ধরবে। এতবড়ো আসর ভারত সরকারের 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া' নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রতিভাদের উৎসাহিত ও দক্ষ করে তুলবে।

এই প্রতিযোতার আসরে আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অ্যান্ডোরা, অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানি থেকে ক্রিয়েটর রা উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রসার ভারতের সৃজনশীল ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং ক্রিয়েটর বা দৃশ্য-শ্রাব্য ও বিনোদন দুনিয়ায় বিষয়বস্তু নির্মাতাদের জন্য বিশ্ব ব্যাপী এক প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ওয়েভ এর ভূমিকা নেবার আবেদনকে মূর্ত করছে।

দেশের ভেতর দেখতে গেলে, এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে আবেদন পড়েছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে - এরমধ্যে রয়েছে তাওয়াং (অরুণাচল প্রদেশ), ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড), কার্গিল (লাদাখ), লেহ, শোপিয়ান (কাশ্মীর), পোর্ট ব্লেয়ার (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ), তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), কাসারগড় (কেরালা) এবং গ্যাংটক (সিকিম) সহ ভারত জুড়ে বিভিন্ন এবং প্রত্যন্ত স্থান। ছোট শহর এবং উদীয়মান সৃজনশীল কেন্দ্রগুলি থেকে রিল মেকিং চ্যালেঞ্জে অংশ নেবার জন্য এরকম প্রবল ইচ্ছে থেকে স্পষ্ট হয়, ভারতে রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ কথা-কাহিনীর ঐতিহ্য এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের নিয়ে সুগঠিত বাস্তুতন্ত্র।

এই চ্যালেঞ্জের অংশ হিসাবে, ২০ বছরের বেশি বয়সী অংশগ্রহণকারীদের কাছে আকাংখ্যা করা হয়েছে 'বিকাশিত ভারত' এর ভাবনার উপর আলোকপাত করে রিল বানানোর জন্য। যেখানে, ভারতের বর্তমান প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতির উপর আলোকপাত করে এই ক্ষেত্রগুলিতে দেশের ভবিষ্যতের বিকাশের কল্পনা করে 'ইন্ডিয়া @২০৪৭'-এর মতো বিষয়গুলির উপর রিল তৈরি করতে হবে। এই থিম এর ওপর যেমন ভিত্তি করে ক্রিয়েটরদেরকে ৩০-৬০ সেকেন্ডের ফিল্ম রইল নির্মাণ করতে হবে তেমনি সেগুলোতে তাঁদের সৃজনশীলতা ও উন্নত দেশ গঠনের দিকে ওই ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের অগ্রগতির গল্প বলার মুন্সিয়ানার ছাপ রাখতে হবে।

ভারতের সৃজনশীল দক্ষতাকে এক নতুন বিশ্বজনীন পরিচয় প্রদান করতে হবে এবং গণমাধ্যম, বিনোদন এবং কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তু তৈরির জন্য ভারতকে একটি প্রধান গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়েছে ওয়েভস ২০২৫। এই শীর্ষ সম্মেলনে এই সময়ের উদ্ভুত প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা, পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা, সাথে ভারতের সমৃদ্ধ সৃজনশীল বাস্তুতন্ত্রকে প্রদর্শন করতে এবং প্রধানমন্ত্রীর "মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল '-এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প জগতের নেতৃবৃন্দ, অংশীদার এবং ক্রিয়েটর, উদ্ভাবকরা সবাই ওয়েভস এর এক মঞ্চে যুক্ত হয়েছেন।

আলজেরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রী, ও পিলস ন্যাশনাল আর্মির চিফ অব স্টাফ জেনারেল সাইদ শানেগ্রিহা ভারত সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ (পিআইবি): আলজেরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রী, পিওপিলস ন্যাশনাল আর্মির চিফ অব স্টাফ জেনারেল সাইদ শানেগ্রিহা বৃহস্পতিবার সাত দিনের জন্য এক সরকারি সফরে ভারতে আসছেন। তিনি ৬ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করবেন। জেনারেল শানেগ্রিহা ব্যাঙ্গালুরুতে এরো ইন্ডিয়া ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে নির্ধারিত নির্ঘন্ট রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি এই সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর সঙ্গে মতামত বিনিময় করবেন। প্রতিনিধি মন্ত্রী জেনারেল শানেগ্রিহা তাঁর সফরকালে 'ব্রিজ---বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স থ্রো ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যান্ড গ্লোবাল এনগেজমেন্ট' শীর্ষক মূলভাব অবলম্বনে 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সমেলন'-এ উপস্থিত থাকবেন। তিনি এরো ইন্ডিয়া-র পাশাপাশি তাঁর প্রতিতুল্য মন্ত্রী ও সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বৈঠকেও অংশগ্রহণ করবেন।

জেনারেল শানেগ্রিহা নয়াদিল্লিতে 'জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ'-এ পুস্পস্তবক অর্পণ করবেন এবং এই সময় তাঁকে গার্ড অব অনারে সম্মানিত করা হবে। তিনি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে নির্ধারিত নির্ঘন্ট রয়েছে।

এ ছাড়াও জেনারেল শানেগ্রিহা ভারতের 'ডিফেন্স স্পেস অ্যাজেন্সি'-র অন্তর্গত 'ডিফেন্স ইমেজ প্রসেসিং অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেন্টার', খাদাকওয়াস্লাতে অবস্থিত 'ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি' এবং ভারতের প্রধানতম নৌ বিমানচালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'আইএনএস হানসা' সহ বিভিন্ন সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন।

পাশাপাশি তিনি 'ব্রাহ্মস অ্যায়ারোস্পেস', 'গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড', 'ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড', 'এল-অ্যান্ড-টি ডিফেন্স অ্যান্ড ভারত ফোর্জ' সহ ডিফেন্স এবং অ্যায়ারোস্পেস সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন বলে নির্ধারিত নির্ঘন্ট রয়েছে।

জেনারেল শানেগ্রিহার এই সফর ভারত ও আলজিরিয়ার সামরিক বাহিনির মধ্যে চলমান সহযোগিতার পথকে আরোও প্রশস্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও এই সফর দুইটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরোও গভীরতর করবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা ভিতকে আরোও সম্প্রসারিত করবে।

বিহার থেকে উদ্ধার ৫০ বোতল বিদেশি মদ—সহ বাইক

আরারিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীর রাতে বিহারে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ৫০ বোতল বিদেশি মদ ও একটি বাইক। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কয়েকজন লোক পুলিশকে দেখে রাতের অন্ধকারে ৫০ বোতল বিদেশি মদ—সহ তাদের বাইক রেখে চম্পট দেয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফ্লামেঙ্গো থেকে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডারকে দলে নিল এভারটন

লন্ডন, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জানুয়ারির দলবদলের আগেই চমক দিল ইংলিশ ক্লাব এভারটন। ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লামেঙ্গো থেকে ধারে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার কার্লোস আলকারাজকে দলে নিল ইংলিশ ক্লাব এভারটন। মঙ্গলবার নিজেদের ওয়েবসাইটে খবরটি জানিয়েছে এভারটন।

আর্জেন্টিনার যুব দল থেকে উঠে এসেছেন আলকারাজ। ১৭ বয়সে সিনিয়র ফুটবলে পা রাখেন তিনি। ২০২২ সালে আর্জেন্টাইন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ে দলের বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। ২০২৩ মরসুমে যোগ দেন ইউরোপের ক্লাব সাউথ্যাম্পটনে। সাউথ্যাম্পটন থেকে সেরি আর দল জুভেন্টাসে যোগ দেন আলকারাজ। সেখান থেকেই ২০২৪ এ নাম লেখান ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লামেঙ্গোতে। সেখানে ৬ মাস কাটিয়ে এভারটনে যোগ দেন এই আর্জেন্টাইন। ফ্লামেঙ্গোর হয়ে ১৯ ম্যাচে ৩ টি গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্মিথ কিংবা হেড

সিডনি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মিচেল মার্শ চোটের কারণে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া দলে নির্বাচিত হননি। এরপর চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের খেলার সম্ভাবনাও প্রায় নেই। বড় শঙ্কা আছে জশ হইজেলউডকে নিয়েও। তাই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে ধাক্কার পর ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া দলে।

অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড কিছুদিন আগে পর্যন্ত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স-এর দলে ফিরে আসার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি আর আশা করছেন না।এখন তিনি বলছেন, স্টিভেন স্মিথ কিংবা ট্রাভিস হেডের মধ্যে একজন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নেতৃত্ব দেবেন অস্ট্রেলিয়াকে।

ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন,'স্টিভ শ্রীলংকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কেরিয়ার জুড়ে ওয়ানডেতে আগেও দারুণ কাজ করেছে সে। তাঁদের দুজনের মধ্যে থেকেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির অধিনায়ক বেছে নেওয়া হবে।"

২০২৭ সালে অনূর্ধ-২১ ইউরো যৌথভাবে আয়োজন করবে আলবেনিয়া এবং সার্বিয়া

নিওঁ, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার ইউরোপের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা জানিয়েছে, আলবেনিয়া এবং সার্বিয়া ২০২৭ সালের অনূর্ধ-২১ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ যৌথভাবে আয়োজন করবে। বলকান দেশ দুটি তাঁদের মত পার্থক্য ভুলে যৌথভাবে দরপত্র জমা দেওয়ার পর মঙ্গলবার এই ঘোষণা করে তাঁরা।

এই টুর্নামেন্টটি আলবেনিয়ার ৪ টি স্টেডিয়ামে তিরানা, শকোডার, এলবাসান এবং রোগোজিনে হবে এবং সার্বিয়ার ৪টি স্টেডিয়াম নোভি সাদ, লোজনিকা, লেসকোভাক এবং জাজেকায় খেলা গুলি হবে। উদ্বোধনী ম্যাচটি সার্বিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ফাইনালটি আলবেনিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। উভয় দেশই স্বাগতিক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে, বাছাইপর্বে ১৪টি দল অংশগ্রহণ করবে।

টি-২০ শীর্ষস্থানে আফগান তারকা

কেপটাউন, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ক্যারিবিয়ান ডোয়াইন ব্রাভো যখন টি-২০ সর্বোচ্চ উইকেটের চূড়ায় উঠে রেকর্ড গড়েন, রশিদ খান তখন শীর্ষ ৫০০ বোলারের মধ্যেও ছিলেন না। মাত্র ৮ বছর পর রশিদ পেরিয়ে গেলেন ব্রাভোর সেই রেকর্ড। ফলে টি-২০ ক্রিকেটে রশিদ খানের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটে যুক্ত হল সবচেয়ে আকর্ষণীয় পালক।

মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ—২০ প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে। এমআই কেপ টাউনের হয়ে পার্ল রয়্যালসের শ্রীলঙ্কান দুনিথ

বৃহস্পতিবার থেকে ১৮ ঘণ্টা জল বন্ধ হাওড়া পুর এলাকায়

হাওড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে শুক্রবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত প্রায় ১৮ ঘণ্টা পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ার পুরসভা এলাকায়। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে হাওড়া পুরসভা। পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত ও পাইপলাইন প্রতিস্থাপন কাজকর্ম চলবে বলে জানা গিয়েছে। হাওড়া পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও ৩টি ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের ভাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জন্যে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে পরের দিন শুক্রবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত পুরনিগমের সবকটি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছে হাওড়া পুরসভা।

শিল্প সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার একটি দৈনিকের সংশ্লিষ্ট খবরে এই সম্মেলন সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই খবরের কাটিং যুক্ত করে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "২০১৫ সাল থেকে নাকি পশ্চিমবঙ্গে উনিশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো দিয়ে কি হল একটিবার জানাতে আজ্ঞে হোক ! অন্তত সৌরভ দাদার গ্রিলের কারখানাটা - যার জন্য মাননীয়াকে স্পেন পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল !

কিছুই হয় নি। আসলে এগুলো প্রস্তাব নয়, প্রস্রাব। আমন্ত্রিত অভ্যগতরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পেট ভরে খেয়ে, ঐটি দিয়ে প্রস্থান করেছেন।"

১টা পর্যন্ত দিল্লিতে ভোটের হার ৩৩.৩১ শতাংশ, এগিয়ে উত্তর-পূর্ব জেলা

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে প্রথম ৬ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৩.৩১ শতাংশ। ভোটদানের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে উত্তর-পূর্ব জেলা, সেখানে দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৩৯.৫১ শতাংশ। বুধবার সকাল ৭টা থেকে দিল্লিতে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৮.১০ শতাংশ।

এরপর বেলা এগারোটায় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বেলা এগারোটা পর্যন্ত প্রথম ৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে সামগ্রিক ভোট পড়েছে ১৯.৯৫ শতাংশ। আর প্রথম ৬ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৩৩.৩১ শতাংশ। দিল্লিতে ভোটদান চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

বিজ্ঞপ্তি

Ref.-Santirbazar P.S GDE No.22 dated 29-11-2023

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সঙ্গীতা দেবনাথ, বয়স ২৯ বৎসর, স্বামী-শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, সাং- কলাছড়া, থানা-শান্তিরবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা-৪ ফুট ১ ইনি গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে ছিল হলুদ এবং কাল রঙ এর কুর্তি। গত ২৭/১১/২০২৩ সকাল ১০ টায় স্বেচ্ছায় নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলাটির সম্বন্ধে কাহারো কোন "তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

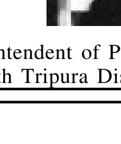

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্টোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া

ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯

২) শান্তিরবাজার থানা:

ফোন নম্বর:-৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

ICA/D-1809/25

Superintendent of Police
South Tripura District

কাঁকুড়গাছিতে পয়েন্ট খারাপ, বিঘ্নিত শিয়ালদহ উত্তরের ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাঁকুড়গাছিতে পয়েন্ট খারাপের জন্য বুধবার বিঘ্নিত হল শিয়ালদহ উত্তরের ট্রেন চলাচল। কাঁকুড়গাছিতে পয়েন্ট খারাপের জন্য বুধবার দুপুর ১২.১৪ মিনিট নাগাদ দমদম থেকে শিয়ালদহের মাঝে বেশ কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনও ট্রেনই শিয়ালদহে ঢুকতে পারেনি।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাউনে ৪ নম্বর লাইনে ট্রেন চলাচল করতে পারেনি। বিকল্প হিসাবে ২ নম্বর লাইন দিয়ে ট্রেন চালানোর চেষ্টা করা হয়। বাতিল করা হয় বেশ কিছু আপ ট্রেন। বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। হাসনাবাদ, গোবরডাঙা লোকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁকুড়গাছির আগে দমদম-শিয়ালদহের মধ্যে পর পর ডানকুনি, দত্তপুকুর লোকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনও ট্রেন শিয়ালদহ ঢুকতে পারেনি। এর ফলে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। অনেক পরে দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অবৈধবাসী ভারতীয়দের নিয়ে বিমান এল অমৃতসরে, ফিরলেন ২০৫ জন

অমৃতসর, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অবৈধবাসী ভারতীয়দের নিয়ে অমৃতসরে নামল আমেরিকা সেনার বিমান। মঙ্গলবার টেক্সাস থেকে উড়েছিল বিমানটি। আর বুধবার অমৃতসর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয়। প্রথম দফায় এই ২০৫ জনকে পাঠানো হয়েছে ভারতে। এর পরে আমেরিকায় থাকা আরও অবৈধবাসী ভারতীয়কে ক্রমে ক্রমে পাঠানো হবে।

বুধবার দুপুর ১.৫৯ মিনিট নাগাদ অমৃতসরের শ্রীগুরু রামদাসজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে মার্কিন সেনার বিমানটি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তারা। দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের এক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরই সে দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে ভোট দিলেন কৈলাশ, বিজেপির জয় নিয়ে আশাবাদী প্রাক্তন এএপি নেতা

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি নেতা কৈলাশ গেহলট। দিল্লিতে এবারের নির্বাচনে বিজেপির জয় নিয়ে আশাপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন এই এএপি নেতা। বুধবার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ভোট দিয়েছেন কৈলাশ গেহলট। তিনি বিজওয়াসান আসনের বিজেপি প্রার্থী।

কৈলাশ গেহলট বলেছেন, 'এখানে ভোট দিতে আসা সমস্ত বাসিন্দারা বলেছেন, এবার আমরা পরিবর্তন চাই এবং আমরা বিকশিত দিল্লির জন্য ভোট দিচ্ছি। ভোটাররা মনে করেন, এখানে ব্যবস্থা ভাল এবং কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।'

টোটোতে তোলা যাবে না অতিরিক্ত পড়ুয়া, চালকদের সতর্কতা ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কিছু দিন পরই মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই কারণে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে টোটো চালকদের সতর্ক করল পুলিশ ও প্রশাসন। টোটো চালকদের বলা হল, আপনারা সঠিক ভাবে টোটো চালিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যাবেন। অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী তুলতে যাবেন না।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত যাত্রী নিলে, এতে দুর্ঘটনা হতে পারে। টোটো ঠিক আছে কি না তা দেখে নেবেন। টোটো চালকদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বুধবার বিভিন্ন টোটো চালকদের মধ্যে এই ভাবে সচেতনতা প্রচার সারল ময়নাগুড়ির পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঝাড়খণ্ডে জোড়া খুনের অভিযোগ, আটক ৬জন

রাঁচি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে মঙ্গলবার রাতে জোড়া খুনের অভিযোগ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে , এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৬ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

এক পুলিশ অধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাতে স্কুটি করে দুই দুষ্কৃতী এসে নাগড়ি থানার অন্তর্গত কাতরপা গ্রামে দুজনকে গুলি করে। প্রাথমিক তদন্ত—এ জানা গেছে, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এই ঘটনা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন কলকাতা বিমানবন্দরে আগুন, অল্প সময়েই নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন আগুন লাগল কলকাতা বিমানবন্দরে, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বুধবার সকালে ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন কলকাতা বিমানবন্দরের একটি ফ্লেক্সে আগুন ধরে যায়। বেশ কিছুটা অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

খবর দেওয়া হয় দমকলকে। তবে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিমানবন্দরের কর্মীরা। বুধবার সকালে ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে নিকটবর্তী ফ্লেক্সে। আচমকা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ফ্লেক্স। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, আবর্জনা ফেলার জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে, অল্প সময়েই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

মঙ্গলের পর বুধেও, উপত্যকার পরিস্থিতি নিয়ে ফের বৈঠকে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবারের পর বুধবারও জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে হল বৈঠক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে ফের একবার পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ অমিত শাহের বাসভবনে এই বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

গতমাসে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছিল, তাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দূর করতে সমন্বিত উপায়ে কাজ করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতি গ্রহণে সব নিরাপত্তা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিশন মোডে এলাকায় টহল এবং 'জিরো টেরর প্ল্যান' কার্যকর করার ওপর জোর দেন তিনি। মঙ্গলবারের বৈঠক নিস্পত্তি না হওয়ায় বুধবার ফের বৈঠক করলেন অমিত শাহ।

বিজিবিএস নিয়ে রাজ্যকে নিশানা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস) নিয়ে ফের রাজ্যকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে তিনি বুধবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'একটা বাৎসরিক উৎসব হয়, একটা কোম্পানিকে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। প্রায় ৫০ কোটি টাকা সরকার খরচ করে একটা কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন ঘনিষ্ঠ লোক আছেন, তাঁকে টেন্ডার না করেই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ দেওয়া হয়। ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এখনও পর্যন্ত যে ক'টা বিজিবিএস হয়েছে, তাতে ১৪-১৫ লক্ষ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। ১৪-১৫ টাকাও লগ্নি হয়েছে কোথাও? উল্টোদিকে ২০২১ সালের পর একাধিক সংস্থা, জুটমিল, কারখানা বন্ধ হয়েছে।'

NEXT DATE:-28.02.2025

FORM No. 5
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED.
(See section 82)
Chief Judicial Magistrate Establishment, Sonamura
IN THE COURT OF Shri Subhadeep Saha
The Officer in-charge Jatrapur Police Station
Chief Judicial Magistrate
CASE NO. PRC(WP) 98 OF 2022

To
The Office In Charge
Jatrapur Police Station

WHEREAS a complaint has been made before me that Md. Hanif S/O Siraj Miah of barnarayan P/S Jatrapur, Sepahijala Tripura has committed the offence of punishable under section 498A/34 of the Indian Penal Code it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said Md.Hanif cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused person has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty);

Proclamation is hereby made that the said Md. Hanif S/O Siraj Miah of barnarayan P/S Jatrapur, Sepahijala Tripura is required to appear at Chief Judicial Magistrate Sonamura,Sepahijala Tripura before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 28th day of February 2025.

Dated, ... this .... day of..
20.....................................

ICA/D/1810/25

Chief Judicial Magistrate
Sepahijala District,Sonamura

“শপথ নেওয়ার সময় নেওয়া দুই অঙ্গীকার মেনে চলছি” : রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর থেকেই সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। রাজ্যে কোথাও, কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটলেই সেখানে তিনি নিজে ছুটে গিয়েছেন। এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি যে কোনও অশান্তি কড়া হাতে দমন করার বার্তা দিয়েছেন। বিশেষ সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন *হিন্দুস্থান সমাচার* ---এর প্রতিনিধি অশোক সেনগুপ্ত।

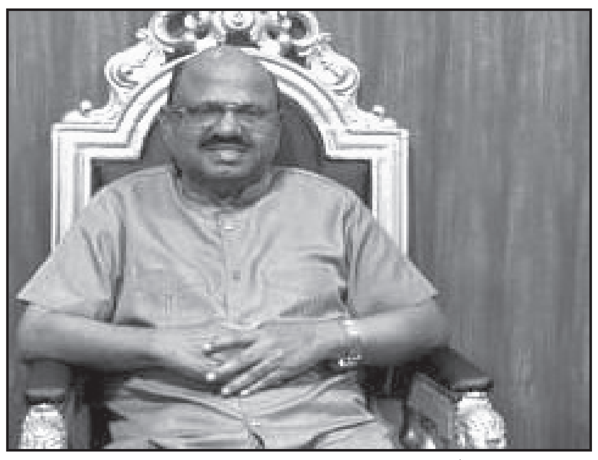

১) *প্রঃ* পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?
উঃ হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক জায়গায় অপ্রয়োজনে অশান্তি হয়েছে, বা হয়।
২) *প্রঃ* আপনি কীরকম ভূমিকা নিয়েছেন?
উঃ আমি আমার মতো করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। পারলে সেরকম ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে যাই। হাসপাতালে, কখনও সংঘর্ষে নিহতের বাড়িতেও গিয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি বেশি জটিল হয়।
৩) *প্রঃ* সেরকম ক্ষেত্রে আপনি কী ব্যবস্থা নেন?
উঃ ‘মোবাইল রাজভবন’ নামে টহলদারি নজরদার যায় উপদ্রুত এলাকায়। সকাল ৬টাতেও গাড়ি বেরিয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছে।
৪) *প্রঃ* এতে লাভ কতটা হয়েছে?
উঃ অনেক অভিযোগ পেয়েছি। সেসব স্থানীয় থানাকে জানিয়েছি। নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ থেকে একবার এক অসহায় পরিবার রাজভবনে সাহায্য চায়। তারা প্রাণহানির আশঙ্কা করছিল। আমি পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টা জানাই। পুলিশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। পরে বাচ্চাকে নিয়ে ওই পরিবারের দম্পতি রাজভবনে এসে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছে।
৫) *প্রঃ*পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই অশান্ত হয়ে ওঠে রাজ্য। মনোনয়ন পর্বে রক্ত ঝরে। এরকম অবস্থায় ২০২৩-এর ১৭ জুন রাজভবনে পিস রুম চালু হয়। কোন পরিস্থিতিতে ওরকম অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করেন?
উঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে বাংলায় বিভিন্ন অশান্তি ও হিংসার ঘটনার অভিযোগ প্রতিদিনই উঠছিল। নাগরিকদের সাহায্য করতেই ”পিস রুম” খোলে রাজভবন।
মূলত, ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ জানতে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করতেই রাজভবনে খোলা হয় ওই বিভাগ। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজভবনের তরফে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে সমস্যাগুলি পাঠানো হয়।
৬) *প্রঃ* আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের কাছে কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন?
উঃ (সামান্য ভেবে) দেখুন, কোনও ঘটনার তদন্তে একটু সময় লাগে। রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেওয়ার আগে দুটো অঙ্গীকার করেছিলাম ক) সংবিধানকে রক্ষা করব এবং খ) সাধারণ মানুষকে ভাল রাখার চেষ্টা করব। অঙ্গীকার রক্ষার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চলেছি।
৭) *প্রঃ* দক্ষিণ কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতী পুজো করাতে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। এটা কীভাবে দেখছেন?
উঃ দেখুন, বিষয়টা হাই কোর্ট অবধি গড়িয়েছিল। যা হয়েছে, বিচারপতির নির্দেশে হয়েছে। এ নিয়ে কিছু বলা সমীচিন হবে না।

মোবাইল দোকানে চুরির অভিযোগে দুই বাচ্চা আটক

বাঁকুড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার পুলিশ একটি মোবাইল দোকানে চুরির অভিযোগে দুই বাচ্চাকে আটক করেছে। বুধবার তাদের বাঁকুড়া জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়।
জানা গেছে, ৩০ জানুয়ারি রাতে বড়জোড়া থানার পল্লীশ্রী মানাচারের একটি মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। তারা পিছনের দরজা দিয়ে দোকানে প্রবেশ করে এবং ১৫টি মোবাইল ফোন, ১২টি মোবাইল চার্জার, ৮টি স্পিকার, পাওয়ার ব্যাংক, ব্লুটুথ হেডফোন এবং এলইডি লাইট চুরি করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বড়জোড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নামে। সন্দেহভাজন দুই বাচ্চাকে আটক করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধার করা হয় স্থানীয় এক স্টেশনারি দোকান থেকে। পুলিশ ঘটনার আরও তদন্ত করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সহকারি হাইকমিশনে ভিড়

● প্রথম পাতার পর
প্রদর্শন করা হয়। ৩ ডিসেম্বর আগরতলা শহরে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। এরপরই ভিসা প্রদান বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ সরকার এবং সহকারী কমিশনের সকল আধিকারিককে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।
তবে, দীর্ঘ বিরতির পর আজ ফের ভিসা পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি বহু মানুষ। তারা আশা করছেন, এবার থেকে ভিসা পেতে আর কোনো সমস্যা হবে না।

হার মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরে ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনেশিয়ান পদে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতেও নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, জেআরবিটির তত্ত্বাবধানে ৩৭টি দপ্তরে আজ ২,৪৩৭টি মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ ডি) পদে অফার দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনেশিয়ান পদে আরো ৩৬৯ জনকে অফার বন্টন করা হচ্ছে। সর্বমোট ২,৮০৬টি পদে অফার বিলি করা হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বেকারদের সরকারি চাকরি প্রদান ও কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে আমরা চাকরি প্রদান করছি। বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আমরা টেট, জেআরবিটি এবং টিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ করছি। আমরা এমন একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নিশ্চিত করছি যেখানে চাকরিতে নিয়োগের বিষয়ে কাউকে বিচারের জন্য আদালতে যেতে হয় না। আমরা দেখেছি বিগত ৩৫ বছর ধরে কী হয়েছিল, যেখানে নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আর এখন আমরা রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে যোগ্য ও মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দিয়েছি।
ডাঃ সাহা আরও বলেন জেআরবিটি”র মাধ্যমে ২০২৩ সালে বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১,৯৮০ জনকে গ্রুপ সি, এগ্রি এসিস্ট্যান্ট এবং অন্যান্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। গ্রুপ সি কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজ্যের যুবদের চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমরা পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করেছি। যা পূর্ববর্তী কোন সরকার কখনও করেনি। ২০১৮ থেকে ২০২৪ এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে মোট ১৬,৪১১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ৫,৭৭১ জনকে চুক্তিভিত্তিক কিংবা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা আরও নিয়োগের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে মোট তিনটি মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা চাকরি মেলারও আয়োজন করছি। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে এখন অবধি ৯৬টি জব ফেয়ারের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থাগুলিতে প্রায় ২,১৩৫ জনকে কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫২,৪৬০টি স্ব সহায়ক গোষ্ঠী (এসএইচজি) রয়েছে। যেখানে প্রায় ৪,৭৩,০০০ সদস্য রয়েছেন। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে আমরা বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছিল এবং গত পাঁচ বছরে প্রায় ২২,০০০ যুবক বিভিন্ন রাজ্যে চাকরির সুযোগ পেয়েছে। সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে রাজ্যে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে হওয়া জরিপ অনুসারে ত্রিপুরার বেকারত্বের হার ২০১৮-১৯ -এ জাতীয় গড়ের চাইতে বেশি ছিল। তবে, গত চার বছরে রাজ্যে বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের নিচে নেমে এসেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরার বেকারত্বের হার ১.৭ এ দাঁড়িয়েছে, তুলনায় যেখানে জাতীয় গড় ৩.২। ডাঃ সাহা বলেন, কর্মচারীরা হচ্ছেন সরকারের মূল চালিকশক্তি। জনগণের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মচারীরা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমরাও একই দিশায় কাজ করছি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ ডি) ও বিভিন্ন পদে চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও অতিথিগণ।
এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, শিল্প ও বাণিজ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ও মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। অনুষ্ঠানে ২৮০৬ জনকে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।
আজ অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের ফার্মাসিস্ট (অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ), ল্যাব টেকনেশিয়ান এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জেআরবিটি কর্তৃক মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এমটিএস) পদে মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিতরণ করা হয়েছে।

কলকাতায় পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে বিপত্তি

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার বড়বাজারে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে বিপত্তি। জানা গেছে, বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতার ৪২ নম্বর ওয়ার্ড—এ একটি বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। বাড়িটি প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনায় কেউ আহত হননি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাড়িটির যা অবস্থা তাতে এমন ঘটনা অনেক আগেই ঘটতে পারতো। এলাকায় এমন আরও বেশ কিছু বাড়ি আছে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন, কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে এই বিষয়টি বেশ কয়েকবার জানিয়েছি। বাড়ির মালিকেরা ভাড়া নেন, কিন্তু মেরামত করেন না। পুরসভাকে সহযোগিতা করেন না। ওইসব বাড়িতে অনেকেই ভাড়া থাকেন। টাকা পেলেও বাড়ি মেরামত করেন না মালিকরা।

বিনিয়োগ টানতে বাংলায় হেমন্ত সোরেন

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের মুখে মমতার প্রশংসা। বুধবার বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে দুই রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন হেমন্ত সোরেন। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে আসা শিল্পপতিদের নিজেদের রাজ্যেও স্বাগত জানান তিনি। বলেন, এখানে যাঁরা আছেন, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের আমাদের রাজ্যেও স্বাগত। উদ্যোগনগরী হিসাবে আমাদের রাজ্যকে দেখার একটা আশা আমাদের আছে। হেমন্ত সোরেন বলেন, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, তাতে এক-এক সময়ে মনে হয় আমরা আলাদা কেন! দেশ-বিদেশ থেকে যত অতিথি এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিনিয়োগের পরিসর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড খনিজ সম্পদের রাজ্য। মাত্র ২৫ বছর হয়েছে আমাদের রাজ্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক একটা বিকাশের দরজা খোলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসছেন মোহন ভাগবত, দীর্ঘ সময়ের জন্য এই রাজ্যে এই প্রথম

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবেন এই রাজ্যে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজ্যে তাঁর থাকার কথা আগে শোনা যায়নি বলে মন্তব্য করেন সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সহ---প্রচার প্রমুখ ডঃ জিষ্ণু বসু। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সময়কালে আরএসএস প্রধানের উপর্যুপরি বৈঠক ও সমাবেশে অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
বুধবার জিষ্ণুবাবু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আঞ্চলিক সদর দফতর কেশব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১২ পর্যন্ত থাকবেন সঙ্ঘের ‘দক্ষিণবঙ্গ প্রবাসে’। ৭-১০ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। ১১-১২ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় টোলির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেবেন। ১৩---য় মধ্যবঙ্গে যাবেন। ১৪---য় বর্ধমানে সঙ্ঘের নতুন ‘প্রান্ত’ কার্যালয় উদ্বোধন করবেন। ১৬ তারিখ রবিবার বর্ধমানে ‘সাই কমপ্লেক্স’---এ তাঁর সম্মেলন হবে সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে। জিষ্ণুবাবু বলেন, সঙ্ঘের একটি প্রদেশে স্বয়ংসেবকদের সর্বজনীন সম্মেলন হয়। এ বছর হচ্ছে মধ্যবঙ্গে। গত বছর শহিদ মিনারে নেতাজি লহ প্রণাম কার্যক্রম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের তিনটি প্রান্ত করা হয়েছে। দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা ও হাওড়া মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলা নিয়ে মধ্যবঙ্গ। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি‘ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং নিয়ে উত্তরবঙ্গ। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে সঙ্ঘপ্রধানের এই সফর রাজনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তরে জিষ্ণুবাবু বলেন, অনেক আগেই আমাদের এই সূচি নির্ধারিত হয়েছে। নির্বাচনের সঙ্গে সেভাবে সম্পর্ক নেই। তবে এক অর্থে তাঁর এই দীর্ঘ সফর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্ঘের ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দলের সমর্থক ও সংগঠন দুইই বেড়েছে, বাড়ছে। আগামী দিনে দলের কর্মসূচি কীরকম হবে, তার দিকনির্দেশনা তিনি দেবেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জিষ্ণুবাবুর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়।

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর
মৃত্যু কারণ এখনো জানা যায় নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর কারণ জানা যাবে।
তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত পুলিশ কর্মীর নাম নবীন চন্দ্র দেববর্মা (৪৮)। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক কার্যালয়ে ইভিএম সুরক্ষার কক্ষের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

বৈরীরা অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর
সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আজ ত্রিপুরার যুগ পরিবর্তনের দিন। কারণ, বিগত দিনে সিপিআইএমের আমলে বেকারদের চাকুরী পেতে হলে দলের ক্যাডারে নাম লেখাতে হত। তারপরই তাদের চাকুরী দেওয়া হত। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা বিজেপি সরকার স্বচ্ছতা বজায় রেখে ২৮০৬ জনকে চাকুরী প্রদান করেছে।
এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সমস্ত প্রধান সশস্ত্র গোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করেছে, এবং ব্রু শরনার্থী পূর্বে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এখন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবিকার সুযোগের অ্যাক্সেস সহ পুনর্বাসিত হয়েছে। একসময় বিদ্রোহ, অনুপ্রবেশ, অবরোধ, মাদক এবং অস্ত্র পাচার দ্বারা জর্জরিত ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চল। এখন উন্নয়ন, সংযোগ, অবকাঠামো, শিক্ষা, বিনিয়োগ এবং কৃষির জন্য পরিচিত।
ত্রিপুরার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে, শাহ বলেন, ত্রিপুরা ল্যান্ডলকড থেকে ল্যান্ড-লিঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি আধুনিক বিমানবন্দর, উন্নত সড়ক যোগাযোগ এবং জল সংরক্ষণের উদ্যোগ দ্রুত উন্নয়নকে চালিত করেছে। তিনি দাবি করেছেন যে বিজেপির সাত বছরের শাসন কংগ্রেস এবং সিপিআইএম শাসনের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে ছাড়িয়ে গেছে।
তাঁর কটাক্ষ, বিগত দিনে সরকারি চাকরির জন্য দলীয় সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা একটি স্বচ্ছ, যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেছেন। লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে।

কাজ দেখলেন জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর
সঞ্জীব রিয়াং সহ অন্যান্য আধিকারিকগন।সাব্রুম সবজি বাজারের উন্নয়নের জন্য বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গাংফিরা বুদ্ধ বিহারের জন্য ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিরোধী দলের নেতা শ্রীনগর অঞ্চল ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজগুলো পরিদর্শন করবেন এবং সাথে সাব্রুম মহকুমা শাসকের নতুন নির্মীয়মান প্রশাসনিক ভবনও পরিদর্শন করবেন। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে জিতেন চৌধুরী বলেন বিধায়ক উন্নয়নের তহবিল থেকে সাব্রুমের বিভিন্ন জায়গাতে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। কাজ কিভাবে হবে তা পর্যবেক্ষণ করতেই তিনি সাব্রুমে এসেছেন। আগামী দিনে তিনি সাব্রুমের একলব্য স্কুলটিও দেখতে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। আজ উমাকান্ত ফুটবল স্টেডিয়ামে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভগবান বিরসা মুন্ডা জনজাতি সমাজকে একত্রিত করেছিলেন। এই অবদানের জন্য আজও জনজাতি সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বিরসা মুন্ডাকে ভগবান হিসেবে দেখেন এবং প্রতি বছর তার জন্মদিনে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও জনজাতি সমাজকে সম্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা রাজ্যের জাতি, জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নেশামুক্ত সমাজ গঠনের ফলে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস প্রমুখ।
উল্লেখ্য, এই ফুটবল টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। টুর্নামেন্টে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে জনজাতি হোস্টেলগুলির ছাত্রছাত্রীদের ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে। এই ফুটবল টুর্নামেন্টের স্লোগান হচ্ছে ”ফুটবল ইজ গেম, ড্রাগস আর শেইম”।

দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় দক্ষিণ পাহাড়পুর গ্রামে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মোতেহার হোসেনের বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। চারজন ডাকাত মোতেহার হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে একজন বাইরে নজরদারি করে এবং তিনজন ভিতরে প্রবেশ করে। ডাকাতরা ঘরে ঢুকেই মোতেহার হোসেনকে মারধর করতে শুরু করে এবং তার কাছে টাকা দাবি করে। এক পর্যায়ে তারা তাকে খাটের উপর ফেলে মারতে থাকে। জীবন রক্ষার জন্য মোতেহার হোসেন ঘরের ভিতরে থাকা পাঁচ লক্ষ আড়াই হাজার টাকা ডাকাতদের হাতে তুলে দেন। তবে, ডাকাত দলের এখানেই থেমে থাকেনি। তারা মোতেহার হোসেনের স্ত্রীর গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনাটি কাঠালিয়া ব্লক এলাকায় বিগত কয়েক বছরে ঘটেনি।
ডাকাতির ঘটনাটি ২০ মিনিটের মধ্যে ঘটে। মোতেহার হোসেনের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা থাকার কারণে সমস্ত ঘটনা ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে যায়। ডাকাতরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান।
পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ডাকাতদের ধরার জন্য এলাকায় তল্লাশি চালায়। কিন্তু তাদের আটক করতে ব্যর্থ হয়।
বুধবার বিকেলে মোতেহার হোসেন অসুস্থ অবস্থায় যাত্রাপুর থানায় গিয়ে ডাকাত দলের নামসহ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগমের গুরুত্বপুর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং পুর নিগমের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্পোরেটরবৃন্দ।
বৈঠকে শহরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মেয়র দীপক মজুমদার জানান, শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এছাড়াও, বৈঠকে পুর নিগমের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্পোরেটররা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন এবং সেগুলি সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
বৈঠকে শহরের পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সহ পুর নিগমের কোথায় কি সমস্যা রয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।
মেয়র দীপক মজুমদার জানান, আগরতলা শহরকে একটি আধুনিক ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পুর নিগম বদ্ধপরিকর। তিনি শহরের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাড়িতে ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর
ফেলা হচ্ছে। এর আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। আজ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।” কথাগুলি বলতে বলতে হাসিনার গলা শুনে মনে হল, ঈষৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথায়, “লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে সংবিধান, স্বাধীনতা, পতাকা পেয়েছি তা কয়েক জন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে না। এ শক্তি তাঁদের এখনও হয়নি। এটি তাঁদের দুর্বলতার প্রকাশ। তাঁরা দালান ভাঙতে পারে, কিন্তু ইতিহাসকে ধ্বংস করতে পারে না। ইতিহাস যে প্রতিশোধ নেয়। এ কথা তাঁদের মনে রাখতে হবে। যাঁরা এ সব করছেন, তাঁরা হীনম্মন্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা পছন্দ নয়। পাকিস্তানিদের অধীনে থাকা এবং পদলেহন করাটাই হয়তো তাঁদের পছন্দ।”
হাসিনার কথায়, “বাংলাদেশকে নিয়ে ধ্বংসের খেলা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল ছিল, উন্নয়নের বিস্ময় ছিল। সেই বাংলাদেশকে চরম ভাবে ধ্বংস করে জঙ্গি, সন্ত্রাসীদের দেশ হিসাবে পরিণত করা হয়েছে। এটিই হল সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।”
তিনি বলেন, “কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। এদের ধ্বংসের খেলা, রক্তের খেলা বাংলাদেশকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে।” বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনও আসলে একটি ‘ষড়যন্ত্র’ ছিল বলে মনে করছেন তিনি।
আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই অডিয়োবার্তা ছিল মূলত ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হাসিনা বলেন, “সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমাদের কোনও রাগও নেই, অভিযোগও নেই। আমি জানি তোমাদের বয়সটাই এই রকম।” তবে এই গোলমালের মধ্যে ছাত্রদের সকলে প্রবেশ করেননি বলেও জানান তিনি। হাসিনা বলেন, “সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এ সবের থেকে দূরে থাকা উচিত। তারা যেন এই ধ্বংসযজ্ঞে অংশ না নেয়।

নিয়ন্ত্রনে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর
দাসপন্থীরা হামলার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বীরেশ দেবনাথ। সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, আর স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন, এই দ্বন্দ্ব আরও বড় সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে পুলিশ প্রশাসন, তবে ধর্মনগরের বাতাস এখনো থমথমে।

এফিডেভিট
আমি শ্রীমতি শিল্পী দাস পাল, স্বামী বিপ্লব পাল, শ্রীমতি শিল্পী দাস, স্বামী বিপ্লব পাল, ঠিকানা- নবদ্বীপ চন্দ্রনগর দুর্গাপুর, পোঃ দূর্গাপুর, থানা-সোনামুড়া, জেলা- সিপাহীজলা ত্রিপুরা, পিন নং- ৭৯৯১৩১ তারিখ ০৪/০২/২০২৫ এফিডেভিট মূলে শ্রীমতি শিল্পী দাস নামে পরিচিত হইলাম।
স্বাক্ষর
শিল্পী দাস

ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দেশের জনজাতি নেতা ভগবান বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে চলছে এখন জনজাতীয় গৌরব বর্ষ উদযাপন। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে এবার প্রথমবারের মতো সরকারি উদ্যোগে শুরু হল ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্ট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তপশিলি উপজাতি ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত আন্ত এসটি হোস্টেল এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ছেলে ও মেয়েদের ১৬ টি দল অংশ নেয় এই টুর্নামেন্টে। ফুটবল ইজ গেইম, ড্রাগস আর সেম। এই স্লোগানকে সামনে রেখে ড্রাগের নেশার বিরুদ্ধে যুবদের মধ্যে সচেতন গড়ে তুলতেই মূলত এই টুর্নামেন্টের আয়োজন।

টুর্নামেন্টের ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি সহ প্রাইজ মানি এক লক্ষ টাকা এবং রানার্স দলকে দেওয়া হবে ট্রফি সহ ৭৫ হাজার টাকা। তাছাড়াও প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে দেওয়া হবে ট্রফি সহ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার।ফেয়ার প্লে দলকে ট্রফি সহ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবলার কে ট্রফি ও দশ হাজার টাকা, সর্বাধিক গোলদাতা ও সেরা গোলকিপারকে ট্রফি সহ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। বুধবার দুপুরে আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনারানী সরকার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেস পান্ডে সহ আরো অনেকে। এদিন টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে উদ্বোধন সুশান্ত চৌধুরী বলেন, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই মহতী। নেশা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর প্রতিনিয়ত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। ভগবান বিরসা মুন্ডা জনজাতি সমাজকে একত্রিত করতে যে লড়াই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় করে গেছেন তার জন্য আজকের জনজাতি সমাজ তাকে ভগবান হিসেবে পূজা করেন। প্রধানমন্ত্রী ও তাকে ভগবান হিসেবে পূজা করে থাকেন।

এডি নগর প্লে সেন্টারকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। হারিয়েছে এডি নগর প্লে সেন্টারকে। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার তিন উইকেটের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে একদিকে যেমন জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে, অপরদিকে টানা পাঁচ ম্যাচে জয়ী হয়ে সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের গ্রুপ এ- এর পয়েন্ট তালিকায় এককভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে।

নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে চাম্পা মুড়ার বোলারদের দাপটে এডি নগর প্লে সেন্টার বেশিদূর এগোতে পারেনি। ৩৫.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৩৬.৫ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

বিজয়ী দলের সন্দীপন দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স তাকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও এনে দেয়। তানিশক চক্রবর্তীর ৭৬ রান, সন্দীপনের ৩৬ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ের সন্দীপন ২৩ রানে তিনটি এবং অয়ন দেবনাথ ৬ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। এ ডি নগরের দিব্যজ্যোতি ধরের ৫১ রান এবং ময়ূখ চৌধুরীর ২৯ রানে চার উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো ছিল। কিন্তু অন্যদের ব্যর্থতায় দল জয়ী হতে পারেনি।

আমন্ত্রণ মূলক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে দুটি সেঞ্চুরিতে রেকর্ড রানে জয়ী তরুণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হল সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ছুটি অনুযায়ী তালতলা স্কুল মাঠে অংশ নেয় তরুণ সংঘ ও প্রগতি। দুইদলের এই ম্যাচে তরুণ সংঘ ৪৩৮ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে প্রগতিকে।তাও আবার ঝুমকি দেবনাথ ও সুলক্ষণা রায়ের সেঞ্চুরির সুবাদে। এদিন সকালে তরুণ সংঘ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৭৮ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে নিশ্চিত জয় পাওয়ার মত রান ৫০৩। এরমধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ঝুমকি দেবনাথের মারমুখী ১৭৬ রান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।ইনিংসে ১২১ টি বল মোকাবেলা করে ২৭ টি চার ও দুটি ছয়ের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ এই রান তুলে ঝুমকি।ঝুমকি ছাড়াও এদিন এই মাঠে ইনিংসে সেঞ্চুরি করল সুলক্ষণা রায়। সুলক্ষণা ৯৮ বল খেলে দ্বিতীয় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর ১২৪ রান করে। ইনিংসের দলের পক্ষে শেষ দিকে অস্মিতা দেবনাথ ৫৬ রানে ও প্রিয়াঙ্কা সাহা ৪৭ রানে থাকে অপরাজিত। তরুণের বেঁধে দেওয়া বিশাল এই রানের টার্গেট কে সামনে রেখে প্রগতি ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬৫ রানে ইনিংসের লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়।প্রজ্জালিকা চক্রবর্তী, শিউলি চক্রবর্তী ও প্রিয়াংকা সাহাদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে প্রগতির কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই ব্যাট হাতে নিয়ে বেশি সময় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা ব্রিগেডকে বিরাট আর্থিক পুরস্কার বিসিসিআইয়ের

না দুবার বিশ্বজয়ী। কেবল জেতা নয়, প্রত্যেক ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে ভারতের অনূর্ধ ১৯ মহিলা ব্রিগেড। দারুণ পারফরম্যান্সের পর এবার গোটা দলের জন্য বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করল বিসিসিআই। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা দলের হাতে ৫ কোটি টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বিশ্বজয়ী ব্রিগেডকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

২০২৩ সালে প্রথমবার মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেই দলে ছিলেন রিচা ঘোষ, তিতাস সাধুর মতো ক্রিকেটাররা। যাঁরা পরবর্তীকালে ভারতীয় দলে খেলেছেন। দুবছর পর সেই সাফল্য ধরে রাখলেন তৃষা গোঙ্গাদিরা। গোটা টুর্নামেন্টে একের পর এক প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল ভারত। খেতাবি লড়াইয়েও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধরাশায়ী করলেন নিকি প্রসাদরা। দুর্ধর্ষ জয়ের পর গোটা দলকে বিশেষ বার্তা দিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, 'অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের তাজ ধরে রাখার জন্য মহিলা ব্রিগেডকে আন্তরিক অভিনন্দন। এই সাফল্যকে সম্মান জানাতেই আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করছে বিসিসিআই। কোচ নুহসিন আল খাদের, প্রত্যেক ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফ- গোটা দলের জন্য ৫ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।' বোর্ড প্রেসিডেন্ট রজার বিনিও আলাদা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্বজয়ীদের। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ভারতের অনূর্ধ ১৯ মহিলা ব্রিগেডকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'মেয়েরা, তোমরা আমাদের গর্বিত করেছ। তোমাদের এই জয়ে খুশিতে মাতোয়ারা গোটা দেশ। এগিয়ে চলো। জয় হিন্দ।' গতবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় দলে তিনজন বাঙালি ক্রিকেটার ছিলেন। তবে এবার বাংলা থেকে কেউ নেই।

বাসচালকও জানতেন পঞ্চম স্টাম্পে বল করলেই আউট হবেন কোহলি !

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বার বার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। যে কোনও বোলার তাঁকে আউট করছিলেন এই ধরনের বল করে। রঞ্জি খেলতে নামা কোহলিকে আউট করার জন্য সেই ধরনের বল করার পরামর্শই পেয়েছিলেন রেলওয়েজের বোলার হিমাংশু সাঙ্গওয়ান। যা দিয়েছিলেন এক বাসচালক।

রঞ্জিতে কোহলি মাত্র ১৫ বল খেলে আউট হয়ে যান। হিমাংশুর বলে অফ স্টাম্প ছিটকে যায় তাঁর। তার পর থেকেই চর্চায় রেলওয়েজের পেসার। তিনিই জানালেন কোহলিকে বল করতে আসার আগে এক বাসচালকের থেকে পাওয়া পরামর্শের কথা। হিমাংশু বলেন, "আমি রেলওয়েজের প্রধান পেসার। দলের সকলে বলছিল আমিই কোহলির উইকেট নেব। আমরা যে বাসে করে হোটেল থেকে মাঠে আসছিলাম, সেই বাসচালক আমাকে বলেছিলেন, কোহলিকে চতুর্থ বা পঞ্চম স্টাম্পে বল করতে। আমি নিজের শক্তি অনুযায়ী বল করেছিলাম। নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। তাতেই উইকেট পাই।"

হিমাংশু জানিয়েছেন যে, তাঁরা শুরুতে জানতেন না যে ম্যাচটা লাইভ দেখানো হবে। রেলওয়েজের পেসার বলেন, "ম্যাচের আগে আমরা জানতাম বিরাট কোহলি এবং ঋষভ পন্থ খেলবে দিল্লির হয়ে। সেই সময় এটা জানতাম না যে, খেলাটা সরাসরি দেখানো হবে। পরে জানতে পারি পন্থ খেলবে না, তবে কোহলি খেলবে আর ম্যাচটা সরাসরি দেখানো হবে।"

কোহলিকে আউট করার পর থেকেই চর্চা শুরু হয়ে যায় হিমাংশুকে নিয়ে। আনন্দবাজার অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "বিরাট আমাকে যে বলটাতে চার মেরেছিল, ওটাই আমাকে তাতিয়ে দেয়। পরের বলটা আমি ব্যাকস্পিন করেছিলেন। মহম্মদ শামিকে আমি ওই রকম বল করতে দেখেছি। সেটাই করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখবেন বলটা মাটিতে পড়ার পর সোজা যাচ্ছিল। ব্যাটের কাছে গিয়ে ভিতর দিকে ঢোকে, যে কারণে ব্যাট আর পায়ের মাঝখান দিয়ে গিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়।"

রাজদীপ, অভ্র ও অভয়ের দারুন পারফরম্যান্সে জুয়েলস-এর জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুয়েলস কোচিং সেন্টারের জয়ের ধারা অব্যাহত। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় জুয়েলস ৩১৫ রানের ব্যবধানে বাধার ঘাট কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে তৃতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ এ-এর। নীপকো মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুয়েলস কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার ৩৬৯ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা বাধার ঘাট কোচিং সেন্টার ব্যাট করতে নামলে তাদের মাত্র ৫৪ রানে গুড়িয়ে দেয়। জুয়েলসের রাজদীপ পাল দুর্দান্ত ব্যাটিং করলেও অভয় দেব সিংয়ের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এর সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবটিও জিতে নেয়। রাজদীপ ১১৩ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২০ রান সংগ্রহ করেছিল। অভ্র একা ছয়টি উইকেট তুলে নিয়েছিল ১৮ রানের বিনিময়ে। অর্কজিৎ চক্রবর্তীর ৭৬ রান, অভয় দেব সিংয়ের ৬২ রান এবং মোহিত ঋষি দাসের ৭৯ রানে তিনটি উইকেট দখল জুয়েলস কোচিং সেন্টারের পক্ষে বেশ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

সদর ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দুটি ম্যাচে পরাজিত হলেও পরবর্তী সময়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে তরুণ সংঘ। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ পনেরো ক্রিকেটে এ-গ্রুপের আসরে তরুণ সংঘ আজ, বুধবার পোলস্টার কে ২৭১ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে। তরুণ সংঘের পক্ষে এটি চতুর্থ ম্যাচের মাথায় টানা দ্বিতীয় জয়। পশ্চিম নোয়াবাদি দক্ষিণ হাইস্কুলের মাঠে সকালে ম্যাচ শুরু হতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৪৩৭ রান সংগ্রহ করে। পালটা ব্যাট করতে নেমে পোলস্টারের ব্যাটার্সরা ৩৩.৩ খেলে ১৬৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে পোলস্টারের উদয়ন পাল দুর্দান্ত ৬৯ রান সংগ্রহ করলেও তরুণ সংঘের অনুপম ঘোষের ৬৮ রান ও অংশুমান দাসের ৬২ রানে দল জয়ের স্বাদ পায়। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের সায়ন্তন রায় ২১ রানে তিনটি এবং শুভ্রজিৎ সাহা ৩৭ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পোলস্টারের সৌম্যদীপদে ৫৫ রানের বিনিময়ে পেয়েছে ৩টি উইকেট।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে টানা জয় এনএসআরসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা চার ম্যাচে জয়ী এনএসআরসিসি। ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বি গ্রুপের খেলায় এনএসআরসিসি। আজ, বুধবার মৌচাক ক্লাবকে ৫ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। এটি এনএসআরসিসি-র টানা চতুর্থ জয়। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৯.৩ ওভার খেলে মৌচাক কোচিং সেন্টার ১৪০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ৩০.২ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী এনএসআরসিসি-র স্বাত্বিক ঘোষ ৩৬ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব

সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে প্রথমদিনের ম্যাচে জিবি জয় ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে চমৎকারভাবে নিজেদের লড়াই শুরু করলো, ব্লাড মাউথ ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিন বুধবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও জিবি প্লে সেন্টার। এক দিবসীয় ম্যাচে এদিন ব্লাড মাউথ ক্লাব নয় উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ জিবিকে। সকালে ব্লাড মাউথ টসে জিতে প্রতিপক্ষদের চাপে রাখতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়।ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেল জিবি। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি জিবি দলের ক্রিকেটাররা। মাত্র ৯৩ রানে ইনিংসে ব্যাটিং লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয় জিবি। ব্লাড মাউথের অন্বেষা দাস, প্রিয়া ত্রিপুরা ও অম্বিকা দেবনাথ এই ত্রয়ীর ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে জিবি প্লে সেন্টারের অধিকাংশ ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ। সায়ন্তিকা ঘোষের ২৬ রান ও তৃষ্ণা ছেত্রীর ২১ রান ছাড়া জিবি প্লে সেন্টারের আর কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অঙ্কের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। জবাবে ব্লাড মাউথ জয়ের জন্য ৯৪ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মাত্র একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৯৭ রান তুলে ম্যাচ থেকে সহজ জয় চিনে নেয়। দ্বিতীয় জুটিতে সুপ্রিয়া দাসের অপরাজিত ৩৬ রান ও অম্বিকা দেবনাথ এর অপরাজিত ২৭ রানের সাহায্যেই সহজ জয় হাসিল করে নেয় ব্লাড মাউথ।

দক্ষিনে নেশা মুক্ত ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। নেশা মুক্ত ভারত এই অভিযানকে সামনে রেখে দক্ষিণ জেলাতেও নেশা মুক্ত ত্রিপুরা অভিযান কর্মসূচি অংশ হিসেবে গত ৭ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয় নেশা মুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট।দক্ষিণ জেলার আটটি ব্লক থেকে আটটি ফুটবল টিম এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।তার মধ্যে চারটি দল রুপাইছড়ি ওয়ারিয়ার, সাঁতচাঁদ সার্ক,বগাফা ব্লাস্টার,ঋষ্যমুখ স্টার ১১,এই চারটি দল সেমিফাইনালে পৌঁছায়। সেমিফাইনাল শেষে রূপাইছড়ি ওয়ারিয়র মুখোমুখি হতে যাচ্ছে স্টার ইলেভেনের সাথে। আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি বিলোনিয়া বিকেএস সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে এই দুটি দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল টুর্নামেন্টের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন খাদ্য, পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শুশান্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি প্রনব সরকার,ক্রিকেট খেলোয়াড় মনিশংকর মুড়াসিং। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কোলকাতার খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী কেশব দে।এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এনজিসি, বিলোনিয়া বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা ,ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজ,এই বিষয়ে বুধবার সন্ধ্যায় জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক স্মিতা মল এম এস।

ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ জাতীয় গেমসে, সরানো হল তাইকোন্ডোর ডিরেক্টর অফ কম্পিটিশনকে, ক্ষুব্ধ ঊষা

ম্যাচ গড়াপেটা বিতর্ক জাতীয় গেমসে। বিতর্কের কেন্দ্রে তাইকোন্ডো। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গেমসের টেকনিক্যাল কন্ডাক্ট কমিটি তাইকোন্ডোর ডিরেক্টর অফ কম্পিটিশনকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাইকোন্ডোর ১৬টি ওজন বিভাগের ১০টিতেই গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছে।

তাইকোন্ডোর ডিরেক্টর অফ কম্পিটিশন ছিলেন টি প্রবীণ কুমার। একের পর এক ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ আসায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এস দীনেশ কুমারকে। গেমসের টেকনিক্যাল কন্ডাক্ট কমিটির চেয়ারপার্সন সুনয়না কুমারী বলেছেন, "আমার জাতীয় গেমসের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। একাধিক নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রবীণ কুমারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনৈতিক কোনও কিছু যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাই আমরা।" তিনি আরও বলেছেন, "কয়েকটি রাজ্যের কর্তা অভিযোগ রয়েছে। তবে সবচেয়ে আশচযের হল, এক ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহকারীর নামেও অভিযোগ এসেছে।"

জাতীয় গেমসের টেকনিক্যাল কন্ডাক্ট কমিটির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পিটি ঊষা। তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মূল্যবোধ বজায় রাখা। দেশের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রতিযোগীরা যাতে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারে, তা নিশ্চিত করা উচিত। সকলের ন্যায্য সুযোগ পাওয়া উচিত। জাতীয় গেমসের মতো প্রতিযোগিতার পদক অন্য কোথাও নির্ধারিত হতে পারে না। খেলা শুরুর আগে তো নয়ই। এমন হলে তা খুবই দুর্ভাগ্যের। আমাদের কাছে প্রত্যেক প্রতিযোগী সমান গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনও রকম অনৈতিক বিষয় থেকে সকলকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। এই ধরনের ঘটনা জাতীয় গেমসের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।" অভিযোগ প্রমাণ হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে ঊষা।

তাইকোন্ডোয় গড়াপেটা নিয়ে জাতীয় গেমসের আসর উত্তাল হলেও, ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে, তা জানা যায়নি। অভিযুক্তদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে সুষ্ঠু ভাবে গেমস শেষ করাই লক্ষ্য আয়োজকদের।

চার গোল হজম করে পাঁচ গোল দিল বার্সেলোনা

খেলা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে পর্যন্ত ২-৪ গোলে পিছিয়ে ছিল তারা। তার পরেই ভাল ফুটবল খেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জিতল বার্সেলোনা। মঙ্গলবার রাতে বেনফিকাকে হারাল ৫-৪ গোলে। হান্সি ফ্লিকের ছেলেরা পৌঁছে গেল শেষ ১৬-য়। লিভারপুলও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল।

পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার হয়ে প্রথমার্ধে হ্যাটট্রিক করেন ভানজেলিস পাভলিডিস। বার্সা গোলকিপার উজসিয়েচ শেজনি দু'টি বড় ভুল করেন। তবে পেনাল্টি থেকে রবার্ট লেয়নডস্কির জোড়া গোল, এরিক গার্সিয়া এবং রাফিনহার জোড়া গোলে সম্মান বাঁচিয়েছে বার্সা। নিশ্চিত করেছে শেষ ষোলোয় খেলাও।

ম্যাচের পর ফ্লিক বলেছেন, "পাগলের মতো একটা ম্যাচ হল। বেনফিকা প্রথমার্ধে ভাল খেলেছে। আমরা অনেক ভুল করেছি। তবে আমার দলের মানসিকতার প্রশংসা করব। ওরা সব সময়ে নিজেদের উপরে বিশ্বাস রাখে। অবিশ্বাস্য ভাবে ম্যাচে ফিরে এল।"

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে বেনফিকাকে এগিয়ে দেন পাভলিডিস। আলেজান্দ্রো বালদেকে ফাউল করেন বেনফিকা ডিফেন্ডার টমাস আরাউখো। পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান লেয়নডস্কি। শেজনির ভুলে আবার এগিয়ে যায় বেনফিকা। একটি বল ধরতে গিয়ে সতীর্থ বালদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় শেজনির। পাভলিডিস সেই বল ধরে ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন। কিছু ক্ষণ পরে আবার ভুল করেন শেজনি। এ বার বিপক্ষের কেরেম আকতুরকোগ্লুকে ফাউল করেন বক্সে। পেনাল্টি থেকে ৩-১ গোলে পাভলিডিস।

রাফিনহা দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ দিলেও বেনফিকা ৪-২ করে আরাউখোর সৌজন্যে। তবে শেষ ১৫ মিনিটে ঝড় তুলে দিয়ে বেনফিকাকে হারিয়ে দেয় বার্সা। লিভারপুল ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারিয়েছে লিলকে। মহম্মদ সালাহ এগিয়ে দিয়েছিলেন লিভারপুলকে। সেই গোল শোধ করেন লিলের জোনাথন ডেভিড। তবে হার্ভে এলিয়টের গোল লিভারপুলের জয় নিশ্চিত করে।

সাতটি ম্যাচ খেলে প্রতিটি জিতেছে লিভারপুল। ২১ পয়েন্ট নিয়ে তারাই শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে বার্সা। সাত ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৮। তৃতীয় স্থানে আতলেতিকো মাদ্রিদ। তাঁদের পয়েন্ট ১৫। তবে প্যারিস সঁ জরমঁ, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবগুলি এখনও শেষ ষোলোর বাইরে।

ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জার্সিতে লেখা যাবে না 'পাকিস্তান' !

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ডামাডোল যেন শেষ হওয়ার নাম নিচ্ছে না। হাইব্রিড মডেলের বিতর্কের উত্তর মিলেছে ঠিকই, কিন্তু এবার শুরু হয়েছে জার্সি বিতর্ক। রোহিতদের জার্সিতে লেখা যাবে না আয়োজক দেশ 'পাকিস্তান'-এর নাম। বিসিসিআই থেকে সেরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। এবার তার প্রতিক্রিয়া এল আইসিসি-র তরফ থেকেও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর একমাসও বাকি নেই। তার মধ্যেই নয়া বিতর্ক। সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত যে জার্সি পরে নামবে, সেখানে লেখা যাবে না 'পাকিস্তান' শব্দটি। আয়োজক দেশ হলেও রোহিতদের জার্সিতে তাদের নাম চাইছে না বিসিসিআই। আর সেই খবর জানতে পেরে রীতিমত ক্ষিপ্ত পাক বোর্ড। তাদের বক্তব্য, ভারতীয় বোর্ড ক্রিকেটে রাজনীতি ঢোকাচ্ছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ জানুয়ারি: খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান সংগঠিত হয় বুধবার বিকেল ৪টা নাগাদ। এদিন বিভিন্ন মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট, বেকারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেট জাতীয় খাদ্য সামগ্রী, অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার, প্লাস্টিকের পলিব্যাগ সহ খাবারের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয় তাদের তরফ থেকে।

এদিন এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ডিসিএম হেমন্ত ধর থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। যদিওবা এই অভিযান নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রতিনিয়ত এই ধরনের অভিযান সংঘটিত করা জরুরী বলে দাবি করেন সাধারণ জনগণ। কেননা সামগ্রিকভাবে যেভাবে কালোবাজারিতে ছেয়ে গেছে গোটা বাজারটি তাতে প্রশাসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রতিনিয়ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ ফেব্রুয়ারি।। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো মাঝ বয়সী এক ব্যক্তির। মৃতের নাম লিটন বসাক(৫০)। পেশায় তিনি একজন ফুচকা বিক্রেতা। ঘটনা ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন রামনগর এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন রাতে স্থানীয় বাজারে ফুচকা বিক্রি সেরে ঐ ব্যক্তি তার ফুচকার গাড়ীটি নিয়ে তরুনীনগরে নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তখনই রামনগর এলাকায় টিআর - ০২ - এম - ১৫৩১ নম্বরের একটি বোলেরো পিকাপ গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পেছন থেকে তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে একটি জঙ্গলে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন ফুচকা বিক্রেতা লিটন বসাক। দূর্ঘটনার বিকট শব্দে সেখানে ছুটে যান আশপাশ এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক হাসপাতালে। সেখানে রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে তাকে তরিঘড়ি কৈলাসহরস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানালেন হাসপাতালের চিকিৎসক মৃন্ময় চাকমা। পরে খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় রাতেই মৃত্যু হয় ফুচকা বিক্রেতা লিটন বসাকের। তার পরিবারে দুই ছেলে ও স্ত্রী রয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে ঘাতক গাড়ীটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এবিষয়ে একটি মামলাও হাতে নিয়েছে ফটিকরায় থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় নেমেছে গভীর শোকের ছায়া।

দিনদুপুরে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক যুবক

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক যুবক। পরবর্তী সময়ে মেলাঘর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মেলাঘর বাজার কমিটির সদস্যরা। ওই ঘটনায় মেলাঘর বাজারে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ এক-দেড় বছর ধরে মেলাঘর বাজারে ঘনঘন চুরি কাণ্ড সংঘটিত হলেও বাজার কমিটি মেলাঘর থানার পুলিশ এ সমস্ত চুরি কাণ্ড বা চুরকে ধরার জন্য কোনরকম তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। কিন্তু আজ মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন দেবনগর কালু প্রকাশ্য দিবালোকে মেলাঘর বাজারের এক দোকানে চুরি করতে গেলে, দোকানে মালিক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর বাজার কমিটি সহ বাজারের লোকজন ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যে জড়ো হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাজার কমিটিও চোরকে মেলাঘর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম কালু। নিজে স্বীকার করেছে সে বিভিন্ন চুরি কাণ্ডে জড়িত রয়েছে।

তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ এক ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী: সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন চাটজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

রেগার মজুরির দাবিতে পথ অবরোধ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ৩৫ দিন যাবৎ রেগার মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। পাশাপাশি, ১০ দিনের রেগার কাজের জায়গায় ৪দিন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ বাধ্য হয়ে সকালে আমবাসা — কমলপুর সড়ক অবরোধ করেন কুলাইয়ের গ্রামবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।জনৈক রেগা শ্রমিকের অভিযোগ, ৩৫ দিন ধরে কুলাইয়ের শ্রমিকরা রেগার কাজের মজুরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েতের জানানো হলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করছে না। পাশাপাশি তাদের আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত থেকে ১০ দিনের কাজের কথা বলে ৬ দিন কাজ করানো হয়েছে। বাকি চারদিনের কাজ নিয়ে তালবাহানা করা হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পঞ্চায়েতের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীর সাথে কর্থা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

তবে, অবরোধকারিরা প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাতে মিলিত নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি:রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে আজ সকালে রাজভবনে সৌজন্য সাক্ষাত করেন নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের এক প্রতিনিধি দল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার রাজেশ রমন। রাজভবনে রাজ্যপাল প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা জানান।

সৌজন্য সাক্ষাতকারের সময় রাজ্যপাল ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগলিক অবস্থান তুলে ধরেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের আধিকারিকগণও ত্রিপুরা সফরে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এই প্রতিনিধি দলে পদাতিক, বায়ুসেনা, নৌসেনা আধিকারিকগণ সহ অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ এবং তানজানিয়ার প্রতিনিধিগণও ছিলেন।

খুম্পুই কালচারেল একাডেমীর সম্প্রীতি উৎসব ৭ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: আগামী ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে খুম্পুই কালচারেল একাডেমীর সম্প্রীতি উৎসব।

সাংস্কৃতিক সংগঠন খুম্পুই কালচারাল একাডেমির উদ্যোগে ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সম্প্রীতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবটি চলবে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের স্কুল মাঠে। উৎসবে মুলত রাজ্যের ১৯ টি জনজাতি ও বাঙালিদের পোষাক প্রদর্শন সহ পাহাড়ি-বাঙালি মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও মেলায় থাকবে পাহাড়ি বাঙালি রকমারী পোষাকের স্টল ও বিভিন্ন ধরনের ফুড স্টল। তাছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিরও ট্রেডিশনাল পোষাক প্রদর্শনী দেখা যাবে মেলা প্রাঙ্গনে।

বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান খুম্পুই কালচারেল একাডেমি সম্পাদিকা পাঞ্চালী দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিকাশ রায় দেববর্মা, অরুন দেববর্মা, মাধব শিল সহ খুম্পুই কালচারাল একাডেমির সদস্যরা। তিনদিন ব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ট্রেডিশনাল পোষাক প্রদর্শনীতে সকল অংশের সাংস্কৃতিক প্রেমী মানুষের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করেন সংগঠনের সম্পাদিকা তথা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পাঞ্চালী দেববর্মা।

কৃষিকে ভালোবেসে অন্য জমিতে ফসল ফলিয়ে স্বাবলম্বী সুশীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি: জমি না থাকলেও কৃষি কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সুশীল সরকার। কৃষক মানেই নিজের জমিতে ফসল ফলানো, কিন্তু সুশীল সরকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি নামে কৃষক হলেও তার নিজের কোনো জমি নেই। তবে কৃষির প্রতি তার ভালোবাসা এবং কঠোর পরিশ্রম তাকে আজ স্বাবলম্বী করে তুলেছে।

অন্যের জমিতে চাষ করেই তিনি সংসার চালান, আর তার এই সংগ্রামী জীবন আজ অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা।দীর্ঘদিন ধরেই সুশীল সরকার বক্সনগরের বিভিন্ন কৃষি জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু নিজের জমি না থাকায় তিনি কখনো স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ করতে পারেননি। তবে তার এই সংকটের সময় পাশে দাঁড়ান বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস।

দুই বছর আগে তিনি সুশীল সরকারকে তার ব্যক্তিগত ৫ কানি জমিতে সর্ষে চাষের সুযোগ করে দেন। এতে নতুন উদ্যমে কৃষিকাজ শুরু করেন সুশীল, এবং ধীরে ধীরে তিনি এই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। গত দুই বছর ধরে সুশীল সরকার সফলভাবে সর্ষে চাষ করছেন। প্রথম বছরেই তিনি ভালো ফলন পান, যা তাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেয়। গত বছর তিনি প্রায় ১২ কানি জমিতে শস্য চাষ করেছিলেন। তবে পারিবারিক সমস্যার কারণে এবছর কিছুটা কম জমিতে চাষ করতে পারলেও তিনি তার কৃষি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি সহযোগিতাও তার সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান সরকারের কৃষি বিভাগ ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন সহায়তা পেয়েছেন। সুশীল সরকারের সফলতার কথা শুনে তার চাষ করা সর্ষে ক্ষেত পরিদর্শনে যান বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস।তিনি বলেন, 'সুশীল সরকার প্রকৃত কৃষকের উদাহরণ। তার নিজের কোনো জমি নেই, তবুও তিনি কৃষিকাজ ছাড়েননি। তার এই আগ্রহ এবং পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসনীয়। কৃষিতে সফল হতে হলে শুধু জমি নয়, দরকার ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রম।'

সুশীল সরকারের জীবনযাত্রা প্রমাণ করে যে সংকটের মাঝেও সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। তার মতো একজন ভূমিহীন কৃষক যদি কঠোর পরিশ্রম করে সফল হতে পারেন, তবে অন্যরাও নিজেদের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেতে পারবেন।বক্সনগরের কৃষি উন্নয়নের এই গল্প শুধু সুশীল সরকারের নয়, এটি একজন সংগ্রামী মানুষের সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। সরকারি সহযোগিতা ও স্থানীয় নেতৃত্বের সহায়তায় তিনি স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। তার এই দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করবে অন্য অনেক কৃষককে, যারা সংকটের মাঝেও নতুন পথ খুঁজতে চান।

বুবাগ্রাই পারবে তিপ্রাসাদের চাহিদা পূরণ করতে : রুনিয়েল দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: বুবাগ্রাই পারবে তিপ্রাসাদের চাহিদা পূরণ করতে। চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবসে এইমত ব্যক্ত করলেন ই.এম রুনিয়েল দেববর্মা। বুধবার তিপ্রা মথা লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির উদ্যোগে তিপ্রা মথা দলের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। দলের ৪র্থ দিবস উৎযাপন উপলক্ষে তিপ্রা মথা লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রথমে লেফুঙ্গা বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরবর্তী সময় লেম্বুছড়া যুবতারা এলাকায় দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে একটি রেলি করা হয় যুবতারা থেকে লেম্বুছড়া পর্যন্ত।এই সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্ব শাসিত জেলা পরিষদের ১৪ বুধজংনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রের এম.ডি.সি তথা এডিসির পি ডাব্লিউ ডি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেব্বর্মা, তিপ্রা মথা লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির সভাপতি দীপক দেববর্মা, ওয়াইটিএফ ব্লক সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা, টিডব্লিউএফ ব্লক সভানেত্রী সাগরিকা দেববর্মা সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। তিপ্রা মথা দলের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এডিসির পিডব্লিউডি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববার্মা বলেন, তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা এবং তিনিই পারবেন তিপ্রাসা জনগনের দাবি দাওয়া পূরণ করতে। তাই সবাইকে থানসা অর্থাৎ একতা বজায় রাখার বার্তা দেন।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৫৫ তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ৮ — ৯ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৫৫ তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ৮ --- ৯ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বাড়িস্থিত আইএমএ হাউসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫ টায় সুকান্ত একাডেমি হলে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৫৫তম বার্ষিক সম্মেলন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের আট জন বরিষ্ঠ চিকিৎসককে নিষ্ঠাপূর্বক রাজ্যবাসীর সেবা করার জন্য সম্মান প্রদান করা হবে।

এছাড়া রাজ্যের বরিষ্ঠ ও নতুন চিকিৎসকদের মধ্যে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্মান প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টায় বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য আলোচনা সভার শুরু হচ্ছে আইএমএ হাউসে। পরবর্তী দুই দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ডা: এইচ. এস. রায় চৌধুরী মেমোরিয়াল হল এবং ডা: মৃণাল কান্তি ভৌমিক মেমোরিয়াল হলে রাজ্যের স্নাতকোত্তর ছাত্র এবং ডাক্তারদের বৈজ্ঞানিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আপডেট এবং রোগীর সুবিধা নিয়ে সমগ্র রাজ্যের আইএমএ সদস্যদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করা হবে এবং আলোচনায় অংশ নিতে বিভিন্ন রাজ্যের ডাক্তারাও উপস্থিত থাকবেন।

বিলোনিয়া মির্জাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি: পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের চাল চুরির ঘটনা ঘটলো বিলোনিয়া মির্জাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এই চাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানালা দিয়ে তিন বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। বুধবার দশটা নাগাদ এই চুরির ঘটনা টের পায় মিড ডে মিলের কর্মীরা। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ নাথকে জানানোর পর প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্য সহ এলাকাবাসীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে আসে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্য সহ এলাকাবাসীরা। পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের চাল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর, প্রধান শিক্ষক সন্তোষ নাথ চুরির ঘটনায় হতবাক হয়ে জানান, বিদ্যালয়ে এই ধরনের চুরির ঘটনা এই প্রথম। প্রধান শিক্ষক আরো জানান এই বিদ্যালয়ের এলাকায় নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছে এবং নেশা সেবনকারীদের আনাগোনাও বেশি। নেশাখোররা এই চুরি সংঘটিত করেছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। চুরির ঘটনার বিষয়ে বিলোনিয়া থানাতে মামলা করবেন বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

রামনগর এলাকায় বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থার দাবিতে ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: রামনগর এলাকায় বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবিতে ডেপুটেশন দিল ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রামনগর অঞ্চল কমিটি।

বুধবার ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রামনগর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আগরতলার ভুতুরিয়া ডিডব্লিউএস মুখ্য বাস্তুকার অফিসে। ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রামনগর এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার বিজ্ঞপ্তি শুনতে পেরে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল দপ্তরের একটি প্রচার গাড়ি গোটা এলাকায় মাইকিং করে আগামী ৬ থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে জল সরবরাহ বন্ধ থাকার ঘোষনা দেয়। এই অবস্থায় গোটা এলাকা জুড়ে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে একটা বড় অংশের মানুষ যারা এই পাইপ লাইন জলের উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা তৈরী হয়েছে। ফলে ঠিক কি কারণে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে তার স্পষ্টিকরণ সহ এলাকার মানুষের জন্য বিকল্প কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাও মাইকিং''র মধ্য দিয়ে জানানোর দাবি জানানো হয়েছে এদিনের এই ডেপুটেশন থেকে।

কদমতলা থানাধীন চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: আবারো একই সাথে চুরি কান্ড সংগঠিত হলো কদমতলা থানাধীন পৃথক পৃথক দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার তদন্তে কদমতলা থানার পুলিশ। আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা সুমিতা ভট্টাচার্য্য উনার পিতা শিবদাস ভট্টাচার্য্য ও উনার মা রেখা ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুর পরে আসামের গৌহাটি স্বামীর বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক পরিবার ভাড়াটিয়া রেখে গেছেন। তিন থেকে চার মাস যাবৎ ভাড়াটিয়া চিত্তরঞ্জন দাস উনার স্ত্রী মনি দাস ওই বাড়িতে থাকছেন। গতকাল সন্ধ্যাবেলা চিত্তরঞ্জন দাস সহ উনার স্ত্রী মনি দাস বিশেষ কাজে বাজারে চলে যান। বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পান চিত্তরঞ্জন দাস উনার মালিকের ঘরের পিছনের দরজা ভাঙ্গা। পরবর্তীতে তিনি খবর দেন এলাকার এই বাসিন্দা স্বপন আদিত্য সহ অন্যান্যদের। পাড়া-প্রতিবেশী সহ উপস্থিত সকলে ওই বাড়িতে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারেন চুরিকান্ড সংগঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে সকলে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে পায় ঘরের ভিতরে থাকা বিভিন্ন আলমিরার লকার ভাঙ্গা রয়েছে। কাগজপত্র সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে গোটা ঘরের ভিতরে। গোটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভাড়াটিয়া সহ উপস্থিত সকলের কাছ থেকে বয়ান লিপিবদ্ধ করে পুলিশ।

অপরদিকে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁফাইটিলা ৩নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা জুয়েল আহমেদ উনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ কাজে সন্ধ্যাবেলা ধর্মনগরে গিয়েছিলেন। ফাঁকা বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে ঘরের মূল ফটকের তালা ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে থাকা তিনটি মোবাইল সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। পরবর্তীতে তিনি বিষয়টি পুলিশকে অবগত করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে চলবে বিশেষ উৎসব 'শুধু তোমারই জন্য'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: ''ভালোবাসার দিন সোনায় বদলে নিন'' স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের 'শুধু তোমারই জন্য' উৎসব চলবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে থাকবে দারুন কেনাকাটার সুযোগ। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগ সহ জয় নাগ ও দিবাকর নাগ।

১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎসবে সোনার গায়নার মজুরিতে থাকবে ২৫ শতাংশ ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে থাকবে ১০০ শতাংশ ছাড়। যেকোনো পুরানো সোনার গয়নার পরিবর্তে থাকবে নতুন হলমার্কযুক্ত গয়না কেনার সুযোগ। এছাড়াও থাকছে প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য হালকা সোনার গয়নার বিপুল সম্ভার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2 2/6/2025, 1:19 AM